অর্থ না বুঝে পড়লে কি
তিলাওয়াত ইবাদত হবে না?

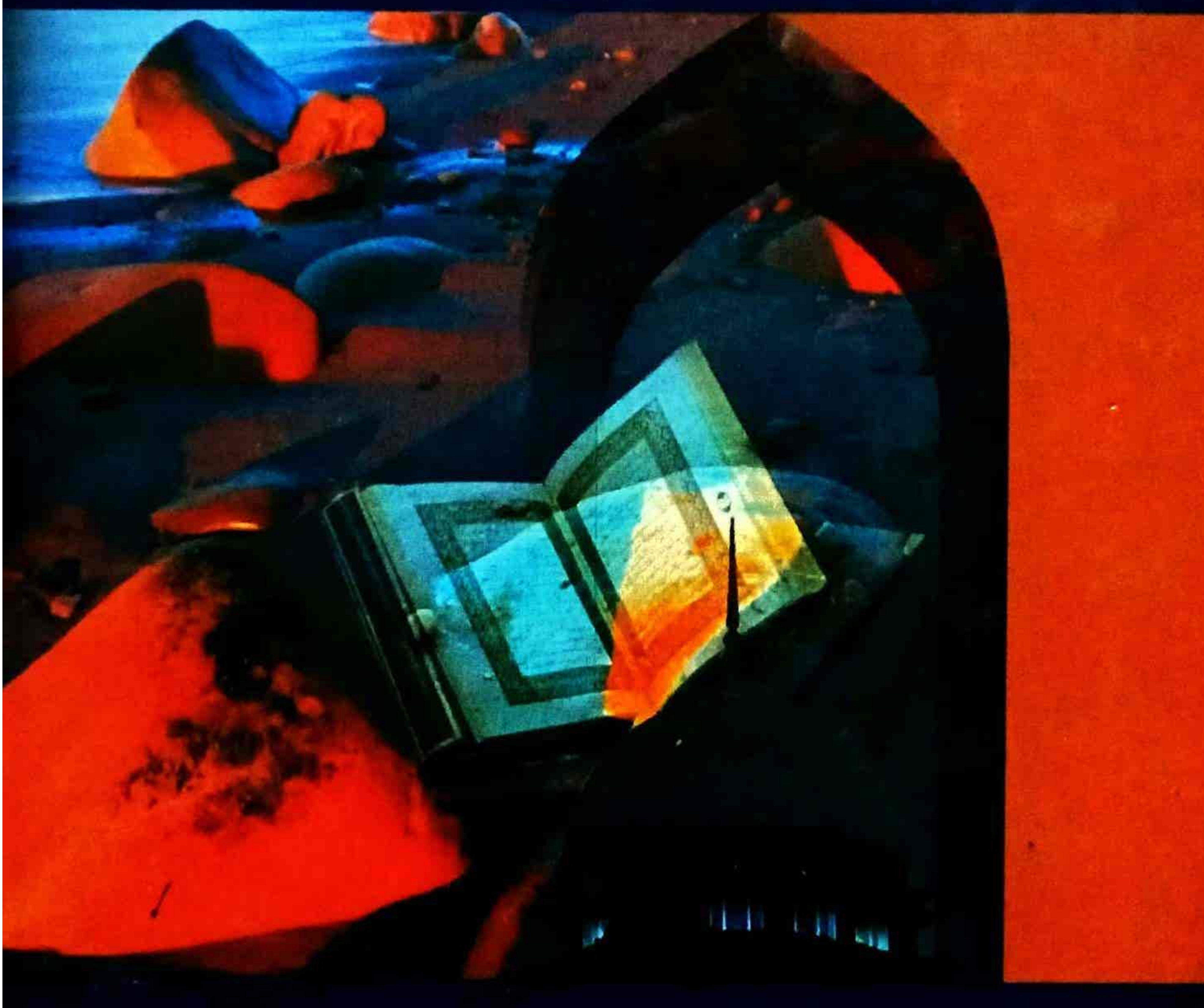

মাওলানা তাহমীদুল মাওলা

https://t.me/islaMic_fdf

অর্থ না বুঝে পড়লে কি তিলাওয়াত ইবাদত হবে না?

মাওলানা তাহমীদুল মাওলা
উসতাযুল হাদীস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

মাকতাবাতুল আযহার
১২৮ আদর্শনগর, মসজিদুল ইকরাম সংলগ্ন
মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২

https://t.me/islaMic_fdf

অর্থ না বুঝে পড়লে কি তিলাওয়াত ইবাদত হবে না?
* প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট ২০১১

---

* প্রকাশক: মাওলানা উবায়দুল্লাহ
মাকতাবাতুল আযহার
ফোন: ৯৮৮১৫৩২ মোবা: ০১৯২৪০৭৬৩৬৫

* স্বত্ব: লেখক

* মধ্যবাড্ডা, ঢাকা।
* প্রচ্ছদ: নাজমুল হায়দার
* কম্পোজ : মাওলানা যাকওয়ান খাদেম
* মূল্য: ৬০ টাকা

---

artho na bujhe porle ki tilawat ibadat hobena? By Maulana tahmid-ul-mawla. Published by: Maktabatul Azhar, Middle Badda, Dhaka, First edition: augast 2011 © by the writer.
Price: 60 Taka on

https://t.me/islaMic_fdf

উৎসর্গ

আমার বিদুষী 'মা'কে। যিনি আরবী বাংলা উর্দু ফার্সিতে এবং আদব-আখলাকে আমার জীবনের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। আমার দেখা মহীয়সী নারী।

আমার 'বাবা' শায়খ সৈয়দ আহমদ সাহেবকে। জীবনভর সকলের মুখে যাঁর অবদান ও ইহ্সানের কথাই শুনেছি। আজ পর্যন্ত কারো মুখে যার কোন সমালোচনা শুনিনি। আল্লাহ দুনিয়া-আখেরাতে তাঁর সাথে ঠিক এরূপ আচরণ করুন। আমীন।

https://t.me/islaMic_fdf

بسم الله الرحمن الرحيم

দু'আ

হযরত মাওলানা শায়খ তাফাজ্জুল হক ছাহেব দা.বা.

মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস
জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া উমেদ নগর, হবিগন্জ
জামিয়া কাসিমুল উলূম, বাহুবল
জামিয়া শারইয়্যাহ লিল বানাত, মাদানীনগর, হবিগন্জ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন রকমের ফেৎনার সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফাঁদে পড়ে অনেকের ঈমান-আমল ধ্বংস হতে চলেছে। শিরক বিদআত ইলহাদ কুফর ও ধর্মদ্রোহিতা ইত্যাদি বিভিন্ন শিরোনামে তাগুতি শক্তি অনবরত কাজ করে যাচ্ছে। ইদানীং কুরআন মাজীদ নিয়েও নানা রকম ধৃষ্ঠতাপূর্ণ মন্তব্য করা হচ্ছে। রীতিমত আল্লাহর কালামকে নিয়েও তামাশা চলছে। কুরআনে শাব্দিক পরিবর্তন করতে না পারলেও এর তারতীব সম্পর্কে মানুষের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিশেষ করে কুরআনের তাত্ত্বিক অর্থসমূহকে যুগের চাহিদার সাথে খাপ খাওয়ানোর নামে আকাবির ও আসলাফ তথা ইজমায়ে উম্মতের বিপরীত ব্যাখ্যা করে বিশ্বনন্দিত মুফাসসির হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সাথে সাথে এমন কথাও বলা হচ্ছে যে, অর্থ না জেনে কুরআন মুখস্থ করে অথবা না বুঝে তিলাওয়াত করে কি লাভ হবে?

তাই সময়ের দাবী ছিল– এ জাতীয় বিভ্রান্তি নিরসনে একটি পুস্তকের। আশাকরি মাও. তাহমীদুল মাওলা রচিত পুস্তিকার দ্বারা সে চাহিদা কিছুটা পুরণ হবে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা এই পুস্তিকাটি কবুল করুন এবং লেখককে উপযুক্ত প্রতিদান দান করুন। আমীন।

বিনীত
তাফাজ্জুল হক

https://t.me/islaMic_fdf

সূচীপত্র

মাও. আব্দুল মালিক ছাহেবের ভূমিকা / ৭
লেখকের আরজ / ৯
কুরআনের হক / ১৩
কুরআন বুঝে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করুন / ১৪
কুরআন বুঝে পড়তে সচেষ্ট পাঠকদের জন্য কয়েকটি জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় / ১৬
"কুরআনের তাদাব্বুর ও তা থেকে উপদেশ গ্রহণ/২০
কুরআন তিলাওয়াত করুন, বুঝতে সক্ষম হোন আর নাই হোন / ২২
কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দান / ২৩
ইলমে তাজবীদ ও ইলমে কিরাত / ২৫
তাহসীনুছ্ছাউত / ২৬
প্রতি হরফ তিলাওয়াতে দশ নেকি / ৩০
তারতীল / ৩২
অর্থ না বুঝে কুরআন তিলাওয়াতেও দ্বিগুণ ছওয়াব / ৩৪
'মানসূখ' আয়াত অবশিষ্ট রাখার হিকমত / ৩৫
কুরআন তিলাওয়াতকারী কমলালেবুর মত / ৩৬
কুরআন তিলাওয়াতের নানাবিধ ফযীলত / ৩৮
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন তিলাওয়াত / ৪০
কুরআন তিলাওয়াতে 'সাকীনা' নাযিল হয় / ৪১
তিলাওয়াতে রোগমুক্তি / ৪৩
হিফজুল কুরআনের গুরুত্ব / ৪৭
নামাযে কুরআন তিলাওয়াত / ৪৯
কুরআন তিলাওয়াত উৎকৃষ্টতম ইবাদত / ৪৯
প্রসিদ্ধ চার মাযহাব ও অন্যান্য ফকীহগণের দৃষ্টিতে / ৫৫
মালেকী মাযহাব / ৫৬
শাফেয়ী মাযহাব / ৫৭
হাম্বলী মাযহাব / ৫৮
হানাফী মাযহাব / ৫৯
মুবারকপুরী রহ. / ৬০
একটি ফেৎনা ও তার প্রকৃতি / ৬১
সর্বশেষ নিবেদন / ৬২

হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতহুম

আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকা

তত্ত্বাবধায়ক মাসিক আলআকাউসার-এর

সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

কুরআন তিলাওয়াত একটি উৎকৃষ্টতম ইবাদত। এ ইবাদতের রয়েছে কিছু নীতিমালা ও আদব। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব তাজবীদ ও তারতীলের সাথে পড়া। দ্বিতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আদব কুরআন বুঝে ও তাদাব্বুরের (চিন্তা-ভাবনার) সাথে পড়া। তৃতীয় আরেকটি অত্যাবশ্যকীয় আদব– যা তিলাওয়াত করা হয় সে অনুযায়ী যথাযথ আমল করা। কিন্তু তাই বলে আমলের দুর্বলতার কারণে তিলাওয়াত অনর্থক ও নিস্ফল ছওয়াবহীন কাজ হয়ে যাবে না। তদ্রূপ তাদাব্বুরের ও বুঝার দুর্বলতার কারণে বা বুঝতে অসমর্থ হলে তিলাওয়াত বেফায়দা ও ছওয়াবহীন নিস্ফল হবে না।

বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এ বিষয়ে পুরো মুসলিম বিশ্বের কোন গবেষক মুহাক্কিক আলিমের ভিন্নমত নেই। আর তা সম্ভবও নয়। কারণ এটি ইসলামের একটি সর্বসম্মত ও অকাট্য বিধান। কোন কোন অজ্ঞলোক সৎউদ্দেশ্যে বা মুলহিদ অসৎউদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম এ আওয়াজ তুলে– অর্থ না বুঝে পড়া অনর্থক কাজ। পরে ক্রমান্বয়ে তাদের কেউ আরো অগ্রসর হয়ে একটি কুফরী কথা বলতে থাকে– "অর্থ না বুঝে তিলাওয়াত করা গোনাহের কাজ"– নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। এ 'মুর্খতাপূর্ণ সংশয়'-এর অর্থ দাঁড়ায়– যে ব্যক্তি অর্থ বুঝতে সক্ষম নয় সে যদি তিলাওয়াত না করে তাতে কোন গোনাহও নেই, ক্ষতিও নেই ! পক্ষান্তরে সে যখনই তিলাওয়াত করতে শুরু করল, তখন থেকেই গোনাহ করতে আরম্ভ করল !

আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তীদেরকে এ ফেৎনা থেকে হেফাজত করেছেন। তাই এ বিষয়ে লেখারও কোন প্রয়োজন দেখা দেয় নি। ইদানীং যেহেতু এ ফেৎনার সৃষ্টি হয়েছে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ক্রমান্বয়ে এর প্রসারও ঘটছে, তাই এ বিষয়ে সহজ সরলভাবে দলিল-প্রমাণ সম্বলিত কিছু লেখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিশেষ প্রেক্ষাপটে দারুততাছনীফ মারকাযুদ দাওয়াহর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু লেখার সুযোগ হয়েছিল। যদি আল্লাহ তা'আলা তৌফিক দেন তাহলে নজরে ছানির পর তা ছাপার ইচ্ছা রয়েছে। এ সময়ে আমাদের তালিবে ইল্ম, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকার উসতায এবং সেখানকার মাশায়েখের প্রিয়পাত্র মাও. তাহমীদুল মাওলার লেখা পুস্তিকাটি পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে। ইনশাল্লাহ এতেও মূর্খতাপূর্ণ সন্দেহের অপনোদনের ব্যবস্থা হবে। আরো অধিক পরিমানে দলিল প্রদান ও বিশ্লেষণের ধারাবহিকতা তো চলমান থাকাই কাম্য।

স্নেহাস্পদকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন। তাকে 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন' দান করুন। দীনের একনিষ্ঠ ও বিদগ্ধ খাদেম বানান। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মদ আব্দুল মালেক

৯/৮/১৪৩২ হিজরী মঙ্গলবার

মারকাযুদ দাওয়াতিল ইসলামিয়া

ঢাকা

প্রধান প্রাঙ্গণ, হযরতপুর

কেরানীগঞ্জ ঢাকা

লেখকের আরয

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

পবিত্র কুরআন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি চিরন্তন মু'জিযা। এর বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, এটি এমন কিতাব যা সর্বকালে সব থেকে বেশি তিলাওয়াত হয়। পূর্ণ আস্থার সাথেই বলা যায়– দিন রাতের কোন মুহূর্ত এমন নেই যখন কোথাও না কোথাও আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত হয় না। লক্ষ-কোটি আলেম হাফেজ কারী ও সাধারণ মুসলমান পরম ভক্তির সাথে আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করেন। কুরআন তিলাওয়াতের এ ধারা সবসময়ই সচল ছিল। আর এ উদ্দেশ্যেই হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ কুরআন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সবসময়ই সক্রিয় রয়েছে।

অপরদিকে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি কুরআন বুঝিয়ে দেয়াও ওয়ারিসে নবী আলেমদের একটি গুরুদায়িত্ব। আলহামদুলিল্লাহ্, সাহাবীগণের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত উলামায়ে উম্মত এ দায়িত্ব পালনে তৎপর রয়েছেন। ক্ষেত্র ও স্থান বিশেষে দায়িত্ব পালনে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হলেও সামগ্রিকভাবে সব যুগে আলেমগণ এ দায়িত্ব যথাযথই আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। ওয়াজ-নসীহত পঠন-পাঠন তাফসীর ও অনুবাদগ্রন্থ সংকলন ইত্যাদি নানা মাধ্যমে অত্যন্ত জোরদারভাবে এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর বিষয়ে সাহাবাযুগ থেকে অদ্যাবধি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় হাজার-হাজার কিতাব রচিত হয়েছে। যার মধ্যে হযরত সালমান ফারসী রা. কর্তৃক সূরা ফাতেহার অনুবাদে রচিত পুস্তিকা থেকে শুরু করে পাঁচশ খণ্ডে সমাপ্ত তাফসীর গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কুরআনের তাফসীর ও অনুবাদের ইতিহাস বিষয়ে রচিত গবেষণা গ্রন্থসমূহে এর কিঞ্চিৎ চিত্র পাওয়া যায়। (দ্র. আররিসালাতুল মুসতাতরাফাহ, তারীখু তারজুমাতি মা'নিল কুরআন ইলা লুগাতিন উখ্‌রা)

সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু সুহৃদ বন্ধু– যারা কুরআন বুঝা ও বুঝানোর পিছনে ব্যয়িত উলামায়ে উম্মতের প্রচেষ্টা সম্পর্কে অনবিহত কিংবা

ইচ্ছাকৃত বিমুখ, তারা এ বিষয়কে নতুনভাবে গুরুত্ব প্রদান করত কুরআন তিলাওয়াতেকে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন ও অনর্থক কাজ সাব্যস্ত করছেন। এমনকি তাদের কেউ কুরআন বুঝার গুরুত্ব দিতে গিয়ে বলে ফেলেছেন– ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনের অর্থ না বুঝে পড়া কেবল অনর্থক কাজই নয় বরং গুনাহের কাজ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় কুরআন বুঝানোর এ গুরুত্ব সর্বপ্রথম তারাই উপলব্ধি করেছেন! প্রায় চৌদ্দশ বছর ধরে উম্মতের কেউ কখনো এ গুরুত্ব উপলব্ধিও করেনি ! এ দায়িত্ব পালনও করেনি!

বস্তুত একশত কোটির বেশি মুসলমানের অধিকাংশই অর্থ বুঝে কুরআন পড়া তো দূরে থাক, সহী-শুদ্ধ তিলাওয়াত শিখতেই প্রস্তুত নয়। তবু এদের একটি বিরাট অংশ কুরআন তিলাওয়াতের ইবাদতটি আংশিক হলেও আদায় করে যাচ্ছেন। আর কুরআনের হিদায়াত ও শিক্ষা সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য উলামায়ে কেরামের নানামুখী প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া আলেমগণ তাদেরকে আরবী ভাষা শেখা ও কুরআনের অনুবাদ পড়ার প্রতি উৎসাহী করে তুলতেও বরাবরই অল্প-বিস্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু সাধারণ মানুষকে কুরআন বুঝতে আগ্রহী করে তুলতে সুহৃদ বন্ধুরা যে অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন–তাতে কিছু উপকার হয় বটে; তবে এতে একদিকে যেমন কুরআন তিলাওয়াতের মত মহান ইবাদতের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন হয়, তেমনি সাধারণ মুসলমান– যারা পরম ভক্তি ও ভালবাসার সাথে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করেন, তাদের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। তাই তাদের এ পদক্ষেপ চরম পথভ্রষ্টতা ও উম্মতের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বরং এটি উম্মতের জন্য একটি ফেৎনার রূপ ধারণ করেছে।

তাদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির ভ্রান্তির বিষয়টি সকল বিজ্ঞ আলেমের কাছে তো অবশ্যই, আমাদের মত সাধারণ তালিবে ইল্‌মের কাছেও সুস্পষ্ট। সম্ভবত এ কারণেই উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে স্বতন্ত্র রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে মৌখিক বা বিভিন্ন

লেখনিতে প্রাসঙ্গিকভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। আমি 'আল-ফালাহ বয়স্ক মাদ্রাসা'র (বিভিন্ন পেশাজীবী বয়স্কদের কুরআন শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান, গুলশান লিংকরোড তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা) ছাত্রদের উদ্যোগে প্রকাশিতব্য স্মারকের উদ্দেশ্যে ছোটখাটো প্রবন্ধ আকারে এ বিষয়ে একটি লেখা প্রস্তুত করে সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও গবেষক মাও. যাইনুল আবিদীন সাহেবকে দেখাই। তিনি আমাকে উৎসাহ দেন এবং আরো বিস্তারিতভাবে লেখতে পরামর্শ দেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী লেখাটি পূর্ণ করার পর মুহতারাম উসতায মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ছাহেবকে পড়ে শুনাই। এবং তাঁর কাছে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ চাই। হযরত কিছু পরামর্শ দিলেন এবং পুনরায় দেখে একটি ভূমিকা লেখে দেয়ার আশ্বাস দিলেন। অতঃপর এটি এক নজর দেখে দিয়েছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন– আমার মুহতারাম উসতায হযরত মাওলানা মুফতী মাহমূদুল হাসান সাহেব দা.বা. মুহাতমিম, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, ঢাকা, হযরত মাওলানা আবুল বাশার ছাহেব, শাইখুল হাদীস অত্র জামিয়া, হযরত মাওলানা আব্দুল গাফ্ফার ছাহেব, সিনিয়র মুহাদ্দিস, অত্র জামিয়া, মাসিক আলকাউসার সহ-সম্পাদক, মাও. যাকারিয়া আব্দুল্লাহ ছাহেব। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

সবশেষে হযরতুল উসতায মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ছাহেব দা.বা. পুনরায় এক নজর দেখে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন এবং এটি ছাপার অনুমতি দেন। ইলমের দৈন্য, ভাষা ও উপস্থাপনার দুর্বলতা সত্ত্বেও হযরতের অনুমতিকে পূঁজি করেই পুস্তিকাটি পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার সাহস করলাম। বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে মাকতাবাতুল আযহারের সত্বাধিকারী মাও. উবাইদুল্লাহ সাহেব আমাকে ঋণী করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুরো উম্মতের সাথে ভিন্নমত পোষণকারী বন্ধুদের এবং তাদের মতাদর্শের অনুসারী ভাইদের ইনসাফের সাথে এটি পড়ার ও এ বিষয়ে পুনরায় ভাবার অনুরোধ রইল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

বিনীত

তাহমীদুল মাওলা

কুরআনের হক

পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার এক মহান দান। মানব জাতির জন্য এক অশেষ রহমত। এতেই নিহীত রয়েছে তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ। হযরত উমর রা. বর্ণনা করেন–

أما إن نبيكم صلى الله عليه و سلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.

'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– আল্লাহ তা'আলা এ কুরআনের মাধ্যমে কতক সম্প্রদায়কে মর্যাদার আসনে উন্নীত করেন। আবার এরই মাধ্যমে অপর কতক সম্প্রদায়কে লাঞ্ছিত করেন'। (সহীহ মুসলিম-৮১৭)

কুরআনের মাধ্যমে মর্যাদাবান হওয়ার পন্থা হল–

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

'যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি তাদের মধ্য থেকে যারা তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করে, প্রকৃত পক্ষে তারাই এ কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী রূপে গণ্য; আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (সুরা বাকারা-১২১)

উক্ত আয়াতে যথাযথভাবে তিলাওয়াতকারী বলতে বুঝানো হয়েছে– যে তিনটি কাজ করে–

ক. সহী-শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করে।

খ. কিতাবের অর্থ বুঝে, অনুধাবন করে এবং চিন্তা-ফিকির করে।
গ. এর আদেশ নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করে। (রুহুল মাআনী-১/১৫২)

যে ব্যক্তি এ তিনটি হক আদায় করবে সে-ই পরিপূর্ণ ঈমানদার বলে সাব্যস্ত হবে। সঙ্গত কারণেই কুরআন-হাদিসে তিলাওয়াতের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ।

কুরআন তিলাওয়াতকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১. কুরআন বুঝে তিলাওয়াত করা ২. কুরআন না বুঝে তিলাওয়াত করা ।

১. কুরআন বুঝে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করুন

কুরআন মাজীদ সমগ্র মানব জাতির হেদায়াতের জন্যই অবতীর্ণ করা হয়েছে । এতে আল্লাহ তা'আলা তাওহীদ (একত্ববাদ), রিসালাত (ইসলামের বার্তা) ও আখেরাতের কথা বারবার বলেছেন ; যাতে প্রত্যেকটি মুমিন তা পড়ে, শ্রবণ করে এবং অনুধাবন করে ; অতঃপর তাতে গভীর ভাবে চিন্তা-ফিকির করে । আর এভাবেই মুমিনের ঈমান মজবুত হয় এবং পূর্ণতা লাভ করে ।

তাছাড়া কুরআনে ইসলামের বিধি-বিধান নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের জন্য কুরআন পড়া, অনুধাবন করা এবং এতে গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করা অতীব জরুরী। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল ক্বামারের ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০ নম্বর আয়াতে পুনঃপুনঃ ইরশাদ করেন- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ 'আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণ করার জন্য । কে আছে উপদেশ গ্রহণকারী' ?

কুরআন পাঠ করা, অনুধাবন করা এবং তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে নিজের জীবনকে সজ্জিত করা কুরআন নাযিলের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য। তাই কুরআন পড়া এবং অনুধাবন করার চেষ্টা করা সকল মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য।

এ বিষয়ে সমাজে কিছু ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে শাহ্ ইসমাঈল শহীদ রহ. এর একটি সারগর্ভ বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরছি। তিনি লেখেন– "সমাজে প্রচলিত আছে যে, 'কুরআন অত্যন্ত কঠিন, দুর্বোধ্য। সাধারণ মানুষ তা বুঝার ক্ষমতা রাখে না। বরং কুরআন বুঝার জন্য গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন। তাই কেবল আলেমরাই কুরআন বুঝার ক্ষমতা রাখেন। সাধারণরা পূর্বপুরুষদের অনুসরণে ও অন্যদের দেখে দেখেই আমল করবে'।

জ্ঞানী মাত্রই অবগত আছেন যে, এ কথাটি নিতান্তই ভুল। কারণ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বলেছেন তাঁর কিতাব সুস্পষ্ট। তিনি ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ

'আপনার কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নাযিল করেছি। কাফেরগণ ব্যতীত কেউ তা অস্বীকার করে না'। (সূরা বাকারা-৯৯) এতে বুঝা যায় কুরআন কঠিন কিছু নয়। যারা কুরআন অনুযায়ী চলতে চায় না, তারাই মূলত কুর্আনকে কঠিন বলে এড়িয়ে চলতে চায়।

বরং সাধারণের জন্য আল্লাহ তা'আলার কালাম বুঝা গভীর জ্ঞান ও প্রখর মেধার উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি নবীদেরকে তাঁর বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন পথভ্রষ্ট অজ্ঞ-মুর্খদের হেদায়াতের জন্যই। বস্তুত কুরআন অজ্ঞ-মুর্খদের জ্ঞানী ও নেককার বানানোর কাজ করে।

তাদের এ কথা শয়তানের একটি প্রতারণা। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে কুরআন যেন একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ডাক্তার। তার দেশে অসংখ্য রোগ-ব্যাধী ছড়িয়ে আছে। এক মুমূর্ষ রোগীকে বলা হল– যাও এ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ কর। সে উত্তরে বলল– 'আমি তো রোগে-শোকে চরম অবস্থায় পতিত। তার চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করার কোন যোগ্যতা আমার নেই। তার কাছে তো যাবে সুস্থ-সবল ব্যক্তিরা। যার কোন রোগ নেই'। বলুন, এমন ব্যক্তিকে লোকে কী বলবে ?! ডাক্তার যদি সুস্থ মানুষেরই কাজে আসে তবে সে কিসের ডাক্তার ?!

তাই যাদের ঈমান রোগগ্রস্ত, যারা অজ্ঞ-মুর্খ; কুরআন বুঝার প্রয়োজন তাদেরই বেশি। যাদের পাপ বেশি তাদেরই উচিত কুরআনের প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়া। (রিসালাতুত্ তাউহিদ-পৃ. ২১-২৩)

কুরআন বুঝে পড়তে সচেষ্ট পাঠকদের জন্য কয়েকটি জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়

ক. কুরআনের ভাষা আরবী। তাই অনারবদের জন্য কুরআন বুঝতে হলে আরবী ভাষা জানতে হবে এবং কুরআনের বাণী ও মর্ম উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াশয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হবে । যেহেতু সর্বসাধারণের জন্য কুরআনের ভাষার প্রয়োজনীয় শাস্ত্রাদিতে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করা মোটেও সহজসাধ্য নয় ; তাই তাদেরকে নির্ভরযোগ্য তরজমা, টীকা ও তাফসীরের সহযোগিতাই নিতে হয়।

খ. কুরআন আসমানী কিতাব। কুরআনের ভাষা ও তথ্যের অলৌকিকতা ও এঁর বর্ণনাশৈলী ইত্যাদির কারণে তা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ। আবার একাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুবাদকের আমানতদারীর সর্বোচ্চ নিশ্চয়তা। তাই অনুবাদ পাঠ করার ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম লক্ষণীয় হল– অনুবাদক সর্বজন স্বীকৃত নীতিমালার আলোকে কুরআন অনুবাদের যোগ্যতম ব্যক্তি কি না? এক্ষেত্রে তার আমানতদারী স্বীকৃত কি না? মোটকথা পড়ার জন্য কুরআনের অবুবাদগ্রন্থ নির্বাচন আস্থাভাজন আলেমে দীনের পরামর্শ অনুযায়ী হওয়া জরুরী।

গ. কুরআন আল্লাহর তা'আলার কালাম। তাই কেবল অনুবাদের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় এর পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তদ্রূপ সাধারণ পাঠকের পক্ষে শুধু অনুবাদ থেকে আয়াতের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করাও অনেক ক্ষেত্রে কঠিন। তাই নির্ভরযোগ্য অনুবাদের পশাপাশি কোন একটি সংক্ষিপ্ত তাফসীরের কিতাব সঙ্গে রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রেও কিতাব নির্বাচন নির্ভরযোগ্য আলেমের পরামর্শ অনুযায়ী হতে হবে।

ঘ. কুরআনের মৌলিক বিষয়বস্তুর সিংহভাগই হল উপদেশমূলক নির্দেশনা ও বিবরণ। অপর অংশে রয়েছে অহ্কাম তথা শরীয়তের বিধি-বিধান। বিধি-বিধান সংক্রান্ত আলোচনার কিছু অংশ (যথা, এমন বিধান যা 'ছরিহ'–সুস্পষ্ট এবং যাতে ইজতিহাদের প্রয়োজন ও সুযোগ কোনটিই নেই) সর্বসাধারণের জন্য সহজবোধ্য হলেও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যেহেতু মূলনীতি আকারে সংক্ষিপ্ত ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক রূপ হাদীস শরীফের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। তাই এ অংশটি হচ্ছে ইজতিহাদ ও গবেষণার বিষয়। তরজমা ও তাফসীরের কিতাব অধ্যয়ন করাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়।

উদ্ধৃত সূরা ক্বামারে আল্লাহ তা'আলা সকলের জন্য কুরআন বুঝা ও তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করাকে সহজ বলেছেন– কথাটির অর্থ হল কুরআনের উপদেশমূলক সহজবোধ্য অংশটুকু। আর যে অংশটুকু ইজতিহাদ ও ব্যাপক গবেষণার দাবিদার সে অংশের বিধান হল–

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'তোমরা যদি না জান তাহলে এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও'। (সূরা নাহল-৪৩ সূরা আম্বিয়া-৭)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাও. আশরাফ আলী থানবী রহ. এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন– "এ বিষয়ে সার কথা এই যে, কুরআন ও হাদীসের কিছু বিষয় জাহের তথা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। আর কিছু বিষয় খফি তথা প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট। কুরআন ও হাদীসকে সহজ বলা হয়েছে প্রথমোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ করে। ইজতিহাদ করতে হলে কুরআন ও হাদীসের প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট বিষয়গুলোর মর্ম উদঘাটন করতে হবে। এর এ কাজ সবার জন্য সম্ভব নয়"।

অর্থাৎ কুরআনের কিছু কিছু বিষয় এমন যা আরবী ভাষায় পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সাধারণের জন্য বুঝা মোটেও সহজ নয়। তিনি এর দুটি উদাহরণ পেশ করেন–

১. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বর্ণনা করেন– আমরা এক সফরে ছিলাম। তখন একসাথীর মাথায় একটি পাথর পড়ল এবং তাতে ক্ষত হয়ে গেল। এমতাবস্থায় তার গোসল ফরজ হয়। তিনি সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন– আমার কি গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করার সুযোগ আছে? তাঁরা বললেন, না। অপারগ হয়ে তিনি গোসল করেন এবং মাথার ক্ষতে পানি লাগার কারণে তিনি মারা যান। সফর থেকে ফেরার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি জানানো হয়। তিনি রেগে বললেন– 'না জেনে কথা বলে তারা তাকে মেরে ফেলেছে। আল্লাহ তাদের নাশ করুন। তারা যেহেতু এ বিষয়ের বিধান জানে না তবে কেন জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়নি ?! অজ্ঞতার সমাধান তো জিজ্ঞেস করার মধ্যেই। তার জন্য তো তায়াম্মুম করে নেয়াটাই যথেষ্ট ছিল। (সুনানে আবুদাউদ হা. ৩৩৬ সুনানে ইবনে মাযা হা. ৫৭২ মুসতাদরাকে হাকিম হা. ৫৮৭) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– 'তোমরা অপবিত্র হলে গোসল করে পবিত্র হও'। মূলত সফরসঙ্গী সাহাবীগণ বুঝে ছিলেন যে, এ আয়াতটি সর্বাবস্থার জন্য। উজর থাক বা না থাক, গোসল করতেই হবে। আর কুরআনের অপর আয়াতটি– যেখানে বলা হয়েছে "আর তোমরা যদি অসুস্থ হও ... তবে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও"(সূরামায়েদা-৬) শুধু অজুর বিকল্প, গোসলের বিকল্প নয়। এই ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে তাঁরা তাকে গোসল করার ফতুয়া দিয়েছিলেন। তাঁদের এ ফতুয়ার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্য নিন্দা করেননি যে, ইজতিহাদ করা দোষণীয় কাজ। বরং রাসূলের এ নিন্দাবাদের কারণ হল তাঁরা ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখতেন না। কাজেই যে কাজের প্রতিভা তাদের নেই সে কাজ করতে গেলেন কেন? এতে প্রমাণিত হয়– যে মুজতাহিদ নয় তার ইজতিহাদ বৈধ নয়। বরং সে ইজতিহাদ করলেও তা গ্রহণ করা হবে না।

২. হযরত আদী ইবনে হাতিম রা. বর্ণনা করেন যখন এ আয়াত অবতির্ণ হল– وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ– 'তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে শুভ্র রেখা পরিস্কার দেখা যায়' (সূরাবাকারা-১৮৭) তখন তিনি একটি সাদা সুতা ও একটি কাল

সুতা তার বালিশের নিচে রেখে দেন। রাতে উঠে দেখেন সুতাদুটি একটি অপরটি থেকে পৃথক দেখা যায় না। অর্থাৎ সদা কালো রঙের কোন পার্থক্য ধরা পরে না। ভোর হলে নবীজীকে এসে ঘটনার বিবরণ শুনালেন। তিনি শুনে রসিকতা করে বলেন- তোমার বালিশ তো দেখছি তাহলে অনেক বড়! এর নিচে দিগন্তজোড়ে বিস্তৃত বিশাল আকাশ সংকুলান হয়ে যায়। আয়াতে সাদা কালো রেখা দ্বারা রাত দিনের কথা বুঝানো হয়েছে। দিনকে সাদা আর রাতকে কালো বলা হয়েছে। (সহী বুখারী হা. ৪৫০৯ সহী মুসলিম হা. ১০৯২) সহী বুখারীর অপর বর্ণনা (হা. ১৯১৭) থেকে জানা যায় এরূপ ঘটনা আরো অনেকের বেলায়ই ঘটেছিল।

দেখুন! এ সাহাবী আরবী ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদী প্রতিভা না থাকার কারণে কুরআনের এ আয়াতের সঠিক মর্ম বুঝতে অক্ষম হয়েছেন। আরও লক্ষ করুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইজতিহাদকে রসিকতার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

উপরোক্ত দুটি ঘটনার সাথে যুক্ত সাহাবীরা সকলেই ছিলেন আরবীভাষী। তথাপি কুরআনের উপরোক্ত দুটি আয়াতের উদ্দিষ্ট মর্ম উদ্ধার করতে পারেননি।

১. এতে সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মাজীদকে সাধারণের জন্য সহজ করা হয়েছে ঠিক; তবে কিছু কিছু অংশ এমন রয়েছে যা বুঝা সকলের জন্য সহজসাধ্য নয়।

২. তাই এ অংশ বুঝতে হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-' অজ্ঞতার সমাধান হল জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া'। ('আল ইকতিছাদ ফি বাহ্সিত্তকলীদি ওয়াল ইজতিহাদ'- থেকে সামান্য পরিবর্তিত)

তাই সর্বসাধারণ পাঠকরা কুরআনের উপদেশমূলক ও সহজবোধ্য বিষয়গুলো অনুবাদ ও টীকার সাহায্যে পড়বে, অনুধাবন করার চেষ্টা করবে এবং তাতে গভীর চিন্তা-ফিকির করবে। তবে যেসকল আয়াত অপেক্ষাকৃত জটিল ও ইজতিহাদের দাবিদ।র সে সকল বিষয়ে তাফসীর শাস্ত্রের

মূলনীতির আলোকে উন্নীত যোগ্য তাফসীর বিশারদের কৃত ব্যাখ্যার অনুসরণ করবে । এক্ষেত্রে কেবল অভিধান বা ভাষা জ্ঞানকেই যথেষ্ট মনে করা বা মনগড়া ব্যাখ্যার অশ্রয় নেয়া চরম অন্যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– " من قال في كتاب الله عز و جل برأيه فأصاب فقد أخطأ " 'যে ব্যক্তি কুরআনের ক্ষেত্রে কেবল নিজ মতের ভিত্তিতে কথা বলে এবং তাতে সঠিক কথাও বলে, তবুও সে ভুল করে'। (সুনানে আবুদাউদ-৩৬৫২)

ঙ. উস্তাযে মুহ্তারাম মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ছাহেব দা.বা. স্বীয় উস্তায, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা.বা. এর 'আসান তরজুমায়ে কুরআনের' বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় লেখেন–

"কুরআনের তাদাব্বুর (চিন্তা-ভাবনা) ও তা থেকে উপদেশ গ্রহণ-

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ –হে নবী! এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি এই জন্য নাযিল করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরাসোয়াদ-২৯)

কুরআনের মাঝে তাদাব্বুর বা চিন্তা-ভাবনা করার অনেক বড়-বড় ফায়দা রয়েছে। সবচে' বড় ফায়দা তো এই যে, এর দ্বারা ঈমান নসীব হয়, ও ঈমান সজীব হয়। দ্বিতীয় ফায়দা হল, এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণের নি'আমত লাভ হয়। এ জন্যই কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত চিন্তা ও ধ্যানমগ্নতার সাথে করা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে কোন কোন আয়াত বা আয়াতের অংশ বিশেষ বারবার পড়তে থাকা চাই। নামাযেও ধ্যানের সাথে তেলাওয়াত করা ও লক্ষ করে শোনা একান্ত কাম্য।

তবে তাদাব্বুর ও চিন্তা-ভাবনা করার ভেতরও স্তরভেদ রয়েছে। প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেক স্তরের চিন্তা-ভাবনা সমীচীন নয় এবং উপকারীও নয়। (মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.- মাআরিফুল কুরআন, ২য় খন্ড, ৪৮৮-৪৮৯পৃ.)

ইদানীং লক্ষ করা যাচ্ছে, এমন কিছু লোকও কুরআনের গবেষণায় নেমে পড়েছে যারা কুরআনের ভাষাও বোঝে না এবং কুরআন বোঝার বুনিয়াদী বিষয়সমূহ সম্পর্কেও খবর রাখেনা। তদের এ গবেষণা বিলকুল নীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং এটা কুরআনের মাঝে চিন্তা-ভাবনা করার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণের ফয়দা আদৌ হাসিল হয় না; উল্টো কুরআনের তাহরীফ তথা কুরআনকে বিকৃত করার পথ খুলে যায়।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআনের তাদাব্বুর কেবল অর্থ বুঝার নাম নয়। অর্থ তো আরবের কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকরাও বুঝত, কিন্তু তারা তাদাব্বুর আদৌ করত না। তাদাব্বুর না করার কারণে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের নিন্দা করেছেন। **তাদাব্বুরের সত্তাসার হল- উপদেশ গ্রহণের লক্ষ্যে, ভক্তি ও ভালোবাসা সহকারে, চিন্তা ও ধ্যানমগ্নতার সাথে আয়াতসমূহ পাঠ করা, সেই সঙ্গে সতর্ক থাকা, যাতে আল্লাহ তা'আলার উদ্দিষ্ট মর্ম বোঝার ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত মেজাজ-মর্জি, ভাবাবেগ ও চিন্তা-চেতনার কিছুমাত্র প্রভাব না পড়ে।**

তাদাব্বুর ফলপ্রসূ ও ঝুঁকিমুক্ত হওয়ার জন্য একটি বুনিয়াদী শর্ত এই যে, লক্ষ রাখতে হবে তাদাব্বুরের ফল যেন প্রজন্ম পরম্পরায় প্রাপ্ত 'আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, চূড়ান্ত শর'ঈ বিধান ও সালাফে সালিহীন বা মহান পূর্বসূরীদের ঐকমত্যভিত্তিক তাফসীরের পরিপন্থী না হয়, সে রকম হলে নিশ্চিত ধরে নিতে হবে তাদাব্বুর সঠিক পন্থায় হয়নি, যদ্দরুণ তা থেকে সঠিক ফল উৎপন্ন হয়নি। 'আশরাফুত-তাফাসীর'- এর ভূমিকায় হযরতুল-উসতায লিখেছেন, কুরআন মাজীদ সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে- لا تنقضي عجائبه অর্থাৎ এর শব্দমালা ও বর্ণনাশৈলীর ভেতর যে নিগূঢ় রহস্য ও অথৈ তাৎপর্য্য নিহিত আছে, তা কখনও শেষ হবার নয়। এটা আল্লাহ তাআলার কালামের এক অলৌকিকত্ব যে, যখন অতি সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির

কেউ সাদামাঠাভাবে এ কিতাব পড়ে, তখন সাধারণ স্তরের হিদায়াত লাভের জন্য যতটুকু বোঝা দরকার, নিজ জ্ঞান মাফিক সে অতি সহজেই তা বুঝে ফেলে। আবার একজন পণ্ডিতমনস্ক ব্যক্তি যখন এ কালাম থেকেই বিধি-বিধান আহরণ এবং হিকমত ও রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করে, তখন এ তত্ত্ব-ভাণ্ডারের ব্যাপ্তি ও গভীরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ কারণেই কুরআন মাজীদ বিভিন্ন স্থানে তাদাব্বুরের আদেশ করেছে। কেননা এ তাদাব্বুরের ফলশ্রুতিতে অনেক সময় কোন একজন 'আলেমের কাছে এমন কোন তত্ত্ব উদঘাটিত হয়, পূর্বে যেদিকে আর কারও নজর যায়নি।

তবে মনে রাখতে হবে নিত্য-নতুন তাৎপর্য্য খুঁজে বের করার বিষয়টি ওয়াজ-নসীহতের সাথে সম্পৃক্ত কিংবা সৃষ্টি-রহস্য, তত্ত্বজ্ঞান ও শর'ঈ বিধানাবলীর হিকমতের সাথে। কেবল এ ময়দানেই এমন নতুন-নতুন রহস্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, যেদিকে প্রাচীনদের কারও দৃষ্টি যায়নি। এটাকেই হযরত 'আলী রা. এভাবে ব্যক্ত করেছেন- أَوْفَهْمٌ أُعطيه رجلٌ مسلمٌ 'অথবা এমন উপলব্ধি, যা কোনও মুসলিম ব্যক্তিকে দান করা হয়'। মোটকথা বিষয়টা উপরিউক্ত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। 'আকাইদ ও আহকামের ময়দান এর থেকে ভিন্ন। এখানেও যে কেউ চাইলেই গোটা উম্মতের ইজমার বিপরীতে এমন কোনও তাফসীর করতে পারবে, যা স্বীকৃত বিশ্বাস ও বিধানের পরিপন্থী, আদৌ সে সুযোগ নেই। কেননা তার অর্থ দাঁড়াবে কুরআন যে 'আকাইদ ও আহকামের প্রচারার্থে এসেছিল তা অদ্যাবধি অজ্ঞাত ও দুর্বোধ্য রয়ে গেছে। বলা বাহুল্য তাতে 'ইসলাম'-ই বিলকুল অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়– না'উযুবিল্লাহ"। (আশরাফুত তাফাসীর, ১ম খ, ১০ পৃ.)

চ. সাধারণ পাঠকদের উচিত, কুরআন মাজীদের যে সূরাগুলো আমরা দৈনন্দিন বিভিন্ন সময় বা নামাযে তিলাওয়াত করি যথা–সূরা ফাতিহা, সূরা ইয়াসীন, সূরা রহমান, আয়াতুল কুরসি, ত্রিশতম পাড়া, ইত্যাদি সূরাসমূহের তিলাওয়াতের পাশাপাশি তার তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর পাঠ করা।

কুরআন তিলাওয়াত করুন, বুঝতে সক্ষম হোন আর নাই হোন

কুরআন মাজিদ বুঝে পড়া উচিত। তবে বুঝতে সক্ষম না হলে তা তিলাওয়াত করা অসাড় ও নিস্ফল কাজ নয়। বরং কেবল কুরআনের শব্দের তিলাওয়াতই একটি অতীব ফযীলতপূর্ণ ইবাদত। তিলাওয়াতকারী এর অর্থ বুঝতে সক্ষম হোক বা নাই হোক।
কিন্তু বস্তুবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত ও এই মানসিকতায় লালিত কোন কোন 'গবেষক'–যারা সকল কাজেরই বাহ্যিক ফলাফল চাক্ষুস দর্শনের অপেক্ষায় থাকেন। আর যে কাজের ফলাফল চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যায় না, অন্তরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে হয় এমন কাজকে নিস্ফল মনে করেন; তাদের কেউ কুরআনকে ডাক্তারের দেয়া প্রেসক্রিপশনের সাথে তুলনা করেছেন। প্রেসক্রিপশনের অর্থ না বুঝে তা ভিজিয়ে পানি খেলেও কোন কাজ হবে না। কুরআন মাজীদও ঠিক এরকমই।

আবার কেউ কুরআন মাজীদকে ইলেকট্রিক পণ্যের সাথে দেয়া 'ম্যানুয়ালের' (নির্দেশিকা বই) সাথে তুলনা করেছেন। ম্যানুয়াল যেমন না বুঝলে তা দ্বারা কোন রকমের উপকার হাসিল করা যায় না, তেমনি কুরআন হল মানবজাতির ম্যানুয়াল। সুতরাং তা না বুঝে পড়লে কোন লাভ হবে না।

এধরণের কথা বার্তা যা কুরআন মজীদের সম্পর্কে চরম অজ্ঞতার পরিচায়ক, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ কুরআন মাজীদকে প্রেসক্রিপশন, ম্যানুয়াল বা দুনিয়ার কোনো বই পত্রের সাথেই তুলনা করা চলে না। সাধারণ বই পুস্তক না বুঝে পড়লে এক কানাকড়িরও কোন উপকার হবে না। কিন্তু কুরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কালাম যার শব্দগুলি পাঠ করাও একটি ইবাদত। এবং এর শব্দাবলী পাঠের দ্বারাও আত্মিক, দৈহিক এবং জাগতিক ও পরকালীন বহুবিধ উপকার পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে তিলাওয়াতকারী প্রতিশ্রুত ছওয়াবের অংশিদার হবে। নিম্নে কুরআন-সুন্নাহ থেকে এর কিছু প্রমাণ তুলে ধরছি।

১. কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দান

সূরাবাক্বারা ১২৯,১৫১, আলে-ইমরান-১৬৪ ও জুম্'আ-২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবী প্রেরণের মৌলিক চারটি উদ্দেশ্যের বিবরণ দিয়েছেন। ইরশাদ করেন–

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

'প্রকৃত বিষয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি অতি বড় অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের জন্য তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন; যিনি তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন, এবং তাদেরকে কিতাব (কুরআন) ও হিকমত শিক্ষা দেন। যদিও এর আগে তারা সুস্পষ্ট গুমরাহীতে লিপ্ত ছিল।' (সূরা জুম্'আ-২)

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দায়িত্ব হল– " يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ " 'তিনি উম্মতকে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে শুনান যাতে উম্মত তাঁর থেকে তিলাওয়াত পদ্ধতি শিখে নিতে পারে'। অপর একটি দায়িত্ব হল– "وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ" 'তিনি তাদেরকে তাঁর কিতাব (অর্থাৎ এর অর্থ-মর্ম ও উদ্দেশ্য) শিক্ষা দেন'।

আয়াতে কিতাবের তিলাওয়াত করা এবং কিতাব শিক্ষা দেওয়া দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় কুরআন মজীদের শব্দাবলির হুবহু সংরক্ষণ এবং তার সহী-শুদ্ধ পঠন-পাঠন সংক্রান্ত বিষয়াদিও অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং তা নবুওতী দায়িত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কুরআন মাজীদ সাধারণ বই-পুস্তকের মত হলে এর শব্দাবলীর প্রতি এত গুরুত্ব আরোপ করার কোন অর্থই থাকে না।

বস্তুত কুরআন মাজীদের শুধু তিলাওয়াতই একটি মৌলিক কাজ। যার আলাদা ছওয়াব ও বহু ফায়দা রয়েছে। তিলাওয়াতকারী তা বুঝে পড়ুক বা না বুঝে পড়ুক। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা নবী প্রেরণের মৌলিক চারটি

উদ্দেশ্য বর্ণনায় সর্ব প্রথম পৃথকভাবে তিলাওয়াতে কালাম শিক্ষা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর পৃথকভাবে এঁর অর্থ ও মর্ম শিক্ষা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। (বিস্তারিত দ্র. মাআরিফুল কুরআন ১/৩২২-৩২৩)

২. ইলমে তাজবীদ ও ইলমে কিরাত

পবিত্র কুরআন– নাউযুবিল্লাহ, নিছক একটি প্রেসক্রিপশন বা ম্যানুয়াল নয় যে, যে কোনভাবে পড়ে নিলেই হল। মর্ম উদ্ধার করতে পারলেই খতম। বরং কুরআন মাজীদ পড়ার নিজস্ব একটি প্রকৃতি রয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সাহাবীদের কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। শিখিয়েছেন কোন্ শব্দ কিভাবে উচ্চারণ করতে হবে। তিনি ইরশাদ করেন–

من أحب أن يقرأ القرآن غضا (طريا عند عبد بن حميد، رطبا عند أحمد) كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد (كما يقرأ ابن أم عبد عند الضياء المقدسى فى الأحاديث المختارة وفى السير فليسمعه من ابن مسعود) .

'যে ব্যক্তি কুরআনকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে পড়তে চায় অর্থাৎ হুবহু এমনভাবে পড়তে চায় যেভাবে তা নাযিল হয়েছে, তাহলে সে ইবনে মাসউদের মত পড়ুক। (সুনানে ইবনে মাযা- হা.১৩৮ মুসনাদে আহমদ হা.৩৫ সিয়ারু আলামিন নুবালা ৩/২৯৯,৩১৪)

সাহাবীদের জন্য নির্দেশনা স্বরূপ বলে দিয়েছেন–

خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود - فبدأ به - وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب.

'তোমরা চারজনের কাছে কুরআন পড়বে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সালেম, মুআয ইবনে জাবাল ও উবাই ইবনে কা'ব রাযিআল্লাহু অনহুম। (সহীহুল বুখারী-৫০০০)

সাহাবা, তাবেঈন ও ইমামগণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা দেওয়া কুরআন তিলাওয়াত পদ্ধতির সযতন সংরক্ষণ করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে দু'টি শাস্ত্রের উদ্ভাবন হয়েছে, যার নজীর পৃথিবীর কোন ভাষায় নেই।

ইলমে তাজবীদ

এ শাস্ত্রে শিক্ষা দেওয়া হয় কুরআনের কোন্ বর্ণটি কোন্ স্থান থেকে কিভাবে উচ্চারণ করতে হয়। এ বিষয়ে সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি শত-সহস্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এটি ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মু'জিযা। যার ফলে চৌদ্দশ বছর কাল অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও স্থির চিত্তে পূর্ণ আস্থার সাথে একথা বলা যায় যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তিনি যেভাবে তিলাওয়াত করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন, আজো কুরআনের সেই তিলাওয়াত পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত রয়েছে।

ইলমুল ক্বিরাআত

আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করার সময় কোন কোন আয়াত তিলাওয়াতের একাধিক পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। যথা কোন কোন আয়াতে একই স্থানে يَعْلَمُوْنَ ও تَعْلَمُوْنَ – 'ইয়া' এবং 'তা' উভয়টি দিয়েই পড়া যায়। যাতে মূল অর্থে কোন পরিবর্তন হয় না। 'ইলমুল ক্বিরাত'–শাস্ত্রের মাধ্যমে উম্মতে মুসলিমার কাছে 'ক্বিরাতের' এ ভিন্নতাটিও সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কুরআন তিলাওয়াত পদ্ধতির সযতন উপস্থাপন ও সংরক্ষণ এবং সর্বযুগীয় উলামায়ে উম্মতের কুরআন তিলাওয়াতের রীতি প্রমাণ বহন করে– কুরআনর শব্দাবলির আলাদা গুরুত্ব এবং তা পাঠের স্বতন্ত্র নিয়ম-কানুন রয়েছে। সাধারণ বই-পুস্তকের সাথে

এর তুলনা একটি চরম মুর্খতা। এটি কোন সংবিধান বা পাঠযোগ্য পুস্তক নয় যা ইচ্ছেমত পড়ে নিলেই হল।

৩. তাহ্সীনুছ্ছাউত

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা দেওয়া কুরআন তিলাওয়াত পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য– 'তাহসীনুছ্ছাউত'। যার অর্থ হল– ভাব-গাম্ভীর্যমিশ্রিত কণ্ঠে আবেগ অনুভূতির সাথে আল্লাহর কালামকে সুন্দর করে পড়া।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দর করে তিলাওয়াত করতেন। সুন্দর করে তিলাওয়াত শিক্ষা দিয়েছেন। সুন্দর তিলাওয়াতে উৎসাহ যুগিয়েছেন। বরং সুন্দর করে তিলাওয়াত করতে জোর তাগিদ করেছেন। উদাহারণস্বরূপ এ সংক্রান্ত কয়েকটি বর্ণনা তুলে ধরছি–

ক. হযরত বারা ইবনে আযিব রা. বর্ণনা করেছেন–

سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة.

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইশার নামাযে সূরা তীন পড়তে শুনেছি। কাউকে তাঁর থেকে সুন্দর আওয়াজে কেরাত পড়তে শুনিনি । (সহীহ বুখারী-৭১০৭ সহীহ মুসলিম–৪৬৪০)

খ. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন–

قال لي النبي صلى الله عليه و سلم اقرأ علي، قلت: أأقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت "فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا". قال أمسك. فإذا عيناه تذرفان.

'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন– একটু কুরআন পড়ে শুনাও। বললাম– আপনার উপর কুরআন নাযিল হয়, আর আমি আপনাকে কুরআন শুনাব?! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি অন্যের তিলাওয়াত শুনতে আগ্রহী । আমি তখন সূরা নিসা পড়তে শুরু করলাম। যখন " فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا" (সূরা নিসা-৪১) আয়াতটি পর্যন্ত পড়লাম। তিনি আমাকে থামতে বললেন। তাকিয়ে দেখি তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে । (সহীহ বুখারী-৪৩০৬)

গ. হযরত ফাযালা ইবনে উবাইদ রা. রিওয়ায়েত করেন–

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. رواه الحاكم في المستدرك وقال:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

'কোন ব্যক্তি তার (গায়িকা) বাদীর গান যত মনোযোগসহকারে শুনে, সুন্দর কণ্ঠে সুন্দর করে যে কুরআন তিলাওয়াত করে আল্লাহ তা'আলা তার তিলাওয়াত আরো বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনেন। (মুসতাদরাক হা.২০৯৭ সহীহ ইবনে হিব্বান-৭৫২ মুসনাদে আহমদ-২৩৯৯২)

ঘ. হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন–

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ : مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَىْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِىٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ .

'আল্লাহ তা'আলা কোন জিনিস এত মনোযোগসহকারে শুনেন না, যতটুকু মনোযোগের সাথে শুনেন সুন্দর কণ্ঠস্বরের অধিকারী নবীর কুরআনের তিলাওয়াত, যখন তিনি স্বশব্দে সুন্দর করে পড়েন'। (সহীহ মুসলিম-৭৯২ সহীহ বুখারী-৫০২৩-৫০২৪)

ঙ. হযরত আবু মূসা আশ্‌আরী রা. এর সুন্দর তিলাওয়াতের প্রশংসায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ. 'আবূ মূসা! দাউদ আলাইহিস সালামের কণ্ঠের মত তোমাকেও সুন্দর কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী-৫০৪৮ সহীহ মুসলিম-৭৯৩)

চ. হযরত বারা ইবনে আযিব রা. বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ 'কুরআনকে সুন্দর আওয়াজে সুন্দর করে পড়' । (সুনানে নাসায়ী-১০১৪ সুনানে আবি দাউদ-১৪৬৮)

ছ. অবশেষে সুন্দর করে তিলাওয়াত করার জোর তাগিদ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ. 'যে (সাধ্যমত) সুন্দর করে কুরআন পড়েনা, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (সুনানে আবিদাউদ-১৪৭১)

উক্ত হাদীসে " تغنّ " শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইমাম ত্বাহাবী রহ. বলেন– وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ عَلَى تَحْسِينِ الصَّوْتِ لِيَرِقَّ لَهُ قَلْبُ مَنْ يَقْرَؤُهُ 'অর্থাৎ–সুন্দর আওয়াজে পড়বে যাতে করে তিলাওয়াতকারীর অন্তরে কোমলতা ও নম্রতা সৃষ্টি হয়। বর্ণনাকারী হযরত ইবনে আবি মুলাইকাকে জিজ্ঞেস করা হল– যার আওয়াজ সুন্দর নয় এবং সুন্দর করে পড়তে জানেনা, সে কি করবে? তিনি বলেন– يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ 'সাধ্যমত সুন্দর করার চেষ্টা করবে। (মুশকিলুল আছার ৩/৩৫০ সুনানে আবিদাউদ-১৪৭১)

ইমাম নববী রহ. বলেন-' تغنّ ' অর্থ হল– 'يحسن صوته بالقرآن' সুন্দর আওয়াজে কুরআন পড়া। (রিয়াজুসসালেহীন-পৃ.৪২২)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃত.৮৫২) বলেন–

والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع، كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث. وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح. ومن جملة تحسينه- أن يراعى فيه قوانين النغم. فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك، وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه. وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات. فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء.

'দলিল প্রমাণের আলোকে একথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সুন্দর আওয়াজে কুরআন পড়াটাই (শরিয়তে) কাম্য। কেউ যদি সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী না হয়, তাহলে সাধ্যমত সুন্দর করে পড়ার চেষ্টা করবে। যেমনটি বলেছেন বর্ণনাকারী ইবনে আবী মুলাইকা রহ.। ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। সুন্দর করে পড়ার একটি তরিকা হল সুর ও সুরকারদের নিয়মাবলীর অনুসরণ করা। এর মাধ্যমে সুন্দর কণ্ঠ আরো অধিক পরিমাণে সুন্দর হয়। আর এ নিয়মাবলীর অনুসরণ না করলে অনেক সময় সুন্দর আওয়াজেও অসংলগ্নতা সৃষ্টি হয়। আবার অসুন্দর আওয়াজও নিয়মাবলীর অনুকরণের মাধ্যমে অনেকটা সুন্দর হয়ে যায়। তবে শর্ত হল তিলাওয়াত তাজবীদে কেরাতের আলোকে শুদ্ধ হতে হবে। (ফাতহুল বারী-৮/৭৬)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কুরআন তিলাওয়াতের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পদ্ধতিতে সুন্দর আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেওয়ার জন্যই নবীজীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গড়গড় করে পড়ে নিলেই কুরআন তিলাওয়াতের হক্ব আদায় হবেনা। অথচ কেবল অর্থ বুঝা ও সে অনুযায়ী আমল করার জন্য এ বিশেষ পদ্ধতিতে কুরআন পড়ারকোন প্রয়োজন ছিল না।

৪. প্রতি হরফ তিলাওয়াতে দশ নেকি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول آلم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، رواه الترمذى. وفى رواية عند الحاكم فى المستدرك وابن أبى شيبة فى المصنف والبيهقى فى شعب الإيمان (باسناد حسن) وغيرهم ـ "بكل حرف منه عشر حسنات".

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কুরআনের একটি হরফ তিলাওয়াত করবে সে বিনিময়ে একটি নেকি পাবে। আর তা দশ গুণে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- আমি বলিনি 'আলিফ-লাম-মীম' একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মীম একটি হরফ। (জামে তিরমিযী হা.২৯১০) অন্য বর্ণনায় রয়েছে- প্রতি বর্ণেই দশ নেকি। (মুসতাদরকে হাকীম, হা. শুআবুল ঈমান, হা.১৯৮৬ মুসান্নাফে ইবনু আবিশাইবা হা.)

লক্ষ করুন!

ক. উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন- প্রত্যেকটি হরফের বিনিময়ে দশনেকী। হরফের কোন অর্থ নেই, তাই বুঝাগেল/তিলাওয়াতের বিনিময় পাওয়ার জন্য অর্থ জানা বা বোঝা বিবেচ্য নয়। উদাহারণ স্বরূপ বলা যায়- কেউ যদি কুরআন তিলওয়াতের উদ্দেশ্যে একটি আয়াতের এক বা একাধিক শব্দ বা বর্ণ তিলাওয়াত করে; তারপর কোন কারণে পড়া বন্ধ করে দেয়, তাহলে সে অবশ্যই এর বিনিময়ে প্রাপ্য পরিমাণে নেকি পাবে। যা এ হাদীস থেকে স্পষ্ট । অথচ হরফের কোন অর্থ নেই। আর এক বা একাধিক শব্দের অর্থ জানা না জানায় কিছুই যায় আসে না।

খ. হাদীসে উদাহরণ স্বরূপ যে আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে এগুলিকে তাফসীর শাস্ত্রের পরিভাষায় "হুরুফুল মুকাত্তা'আত" বলে; যা "মুতাশাবিহাতের" অন্তর্ভূক্ত। এর সুনির্দিষ্ট কোন অর্থ জানা যায় না।

নির্ভরযোগ্য মুফাসসিরগণ এ জাতীয় আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–আয়াতের মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সবিশেষ অবগত। পবিত্র কুরআনে ২৯টি সূরায় 'হুরুফে মুকাত্তা'আত' সম্বলিত অনুরূপ আয়াত রয়েছে। যার অর্থ আমাদের জানা নেই। (আল-বুরহান ফি উলূমিল কুরআন–১১৯-১২০)

সুতরাং উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, অর্থ না জানা থাকা সত্ত্বেও এ সকল আয়াত তিলাওয়াতে পাঠক প্রতি অক্ষরের বিনিময়ে দশ নেকি করে পাবে। বস্তুত এ হাদীস স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে– কুরআন তিলাওয়াতের ছওয়াব অর্থ বুঝা বা না বুঝার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় ।

৫. তারতীল

কুরআন তিলাওয়াতের তরীকা বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا 'অথবা অর্ধরাতের বেশি ইবাদত কর, এবং তারতীলের সাথে (ধীর ধীরে সুস্পষ্টভাবে) কুরআন তিলাওয়াত কর। (সূরা মুয্যাম্মিল–৪)

তারতীল

ইমাম রাগিব ইস্ফাহানী রহ. বলেন– তারতীল অর্থ إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة 'প্রত্যেকটি শব্দকে স্পষ্ট ও সঠিকভাবে উচ্চারণ করা। (আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন–১৯৪)

হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন– তারতীলের সাথে পড়ার অর্থ– ترسل فيه ارسالا 'ধীরে সুস্থে তিলাওয়াত করা। (ফাজায়িলুল কুরআন–ইবনে সাল্লাম ১-১৯৮)

মোটকথা তারতীল অর্থ– কুরআন তিলাওয়াতের নিয়মাবলী ও আদাব রক্ষা করে ধ্যানমগ্নতার সাথে ধীরে ধীরে পড়া।

আল্লাহ তা'আলা তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করতে আদেশ করেছেন। কারণ কুরআন তিলাওয়াতের এটিই তরীকা। এটি কুরআনের

একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পাশাপাশি তারতীলের ড়সাথে তিলাওয়াত বিষয়বস্তুর উপলব্ধিতে সহায়ক হয়। এবং আল্লাহর কালামের ভাব-গাম্ভীর্য রক্ষা পায়। এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়। তাই যে কুরআন বুঝে, আর যে বুঝে না উভয়কেই আল্লাহ্ তা'আলা তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করতে আদেশ করেছেন।

ইমাম গাযালী রহ. বলেন–

واعلم أن الترتيل مستحب، لا لمجرد التدبر، فإن العجمي الذي لا يفهم معنى القرآن يستحب له في القراءة أيضا الترتيل والتؤدة. لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام، وأشد تأثيرا في القلب من الهذرمة والاستعجال.

কুরআন মাজীদ তারতীলের সাথে পড়া মুস্তাহাব। তবে এর উদ্দেশ্য কেবল এটিই নয় যে, তারতীলের সাথে পড়লে এ বিষয়ে চিন্তা-ফিকির করা সহজ হয়। বরং অনারব যে কুরআন বুঝে না, তার জন্যও 'তারতীল' তথা ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে কুরআন পড়া মুস্তাহাব। কারণ এভাবে পড়লে কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। অন্তরে অধিক প্রভাব বিস্তার করে। যা দ্রুত তিলাওয়াতের মধ্যে থাকে না। (ইহ্ইয়াউল উলূম-১/৩২৫)

ইমাম নববী রহ. (মৃত.৬৭৬) তাঁর 'আত্তিব্ইয়ান' গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের উদ্ধৃতিতে অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।

'তারতীল' কুরআন তিলাওয়াতের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এজন্য জান্নাতবাসীদেরকেও কুরআন তিলাওয়াত করার আদেশ করার সময় বলা হবে– তারতীলের সাথে পড়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আছ রা. বলেন– রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

يقال لصاحب القرآن– أقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.

'জান্নাতে কুরআনের অধিকারী ব্যক্তিকে বলা হবে তুমি কুরআন পড়তে থাক, আর উপরে উঠতে থাক, এভাবে যেখানে সর্বশেষ আয়াত তিলাওয়াত করবে সেখানেই তোমার মানযিল। দুনিয়াতে যেমন তারতীলের সাথে কুরআন পড়তে এখানেও তেমনি তারতীলের সাথে পড়।
(সুনানে তিরমিযী-২৯১৫ সুনানে আবি দাউদ-১৪৬৪ মুসনাদে আহমদ-২/১৯২)

অতএব তারতীল কুরআন তিলাওয়াতের বৈশিষ্ট্য। অর্থ বুঝুক বা না বুঝুক সর্বাবস্থায় তারতীলের সাথে তিলাওয়াত কাম্য । ইমাম গাযালী রহ. ও ইমাম নববী রহ. এর বক্তব্যে যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এতেই প্রমাণ হয়– অন্যান্য গ্রন্থ পাঠের তুলনায় কুরআন তিলাওয়াতের একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র রয়েছে। শুধু অর্থ বুঝাই উদ্দেশ্য হলে তারতীলের সাথে পড়ার প্রতি এত গুরুত্বারোপ করার কোন মানেই হয় না।

৬. অর্থ না বুঝে কুরআন তিলাওয়াতেও দ্বিগুণ ছওয়াব

হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ.

যে কুরআন পড়ে এবং কুরআন পড়ায় অভিজ্ঞ সে ন্যায় পরায়ণ ও সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে থাকবে (অর্থাৎ সে বহু বিনিময় পাবে)। আর যে কষ্ট করে আটকে আটকে পড়ে, তার জন্য রয়েছে দুইটি বিনিময় । (সহীহ বুখারী-৪৯৭৩ সহীহ মুসলিম-১৮৯৭)

তাবেয়ী হযরত বুকাইর ইবনুল আখনাস বলেন–

كان يقال : إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن ، كتبه الملك كما أنزل.

'বলা হত যে, অনারব ব্যক্তি কুরআন সহীভাবে পড়তে সক্ষম নয়, এমন ব্যক্তি যখন কুরআন পড়ে ফেরেশতারা তা যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবেই লিপিবদ্ধ করেন। (ফাযাইলুল কুরআন, ইবনে সাল্লামকৃত-১/৯৩ হা.৮৪)

প্রথমোক্ত হাদীসে যে দুই ধরণের কুরআন তিলাওয়াতকারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি হল যে কুরআন ভালভাবে পড়তে জানে না; আটকে আটকে পড়ে এবং পড়তে তার কষ্ট হয়।

সাধারণত অনারবদের বেলায়ই এমনটি হয়ে থাকে । আর যে ব্যক্তি কুরআনের তিলাওয়াতই করতে জানে না তার জন্য কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই বলা চলে সাধারণত দ্বিতীয় প্রকারের ব্যক্তিরা কুরআন না বুঝেই তিলাওয়াত করে। তথাপি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য দ্বিগুণ ছওয়াবের ঘোষণা করেছেন।

৭. 'মানসূখ' আয়াত অবশিষ্ট রাখার হিকমত

পবিত্র কুরআনের যে সকল আয়াত 'মানসূখ'-তথা রহিত হয়ে গেছে তা তিন প্রকার। তন্মধ্যে কুরআন মজীদে যে ধরণের 'নাসখ' সবচে' বেশি হয়েছে তাকে বলে 'মানসূখুত্ তিলাওয়াতি দূ-নাল হুক্মি'- অর্থাৎ আয়াতের মূল বিধান রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু আয়াতের শব্দ কুরআনে রয়ে গেছে এবং তা তিলাওয়াত করা হয়। যথা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা রসূলের সাথে চুপিচুপি কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সদকা প্রদান করবে। এটি তোমাদের জন্য শ্রেয় এবং পরিশোধক। যদি তাতে অক্ষম হও, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সূরা মুজাদালা-১২)

এই আয়াতে নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে চুপিচুপি কথা বলতে হলে পূর্বে সদকা করা আবশ্যক বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ বিধান রহিত করে দেওয়া হয়েছে। (সূরা মুজাদালা-১৩)

কিন্তু যে আয়াত 'মানসূখ' (রহিত) হয়ে গেছে, তা কুরআন মাজীদে থেকে লাভ কী? এই আয়াতের তিলাওয়াতে ফায়দা কী? এই প্রশ্নের জবাবে ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. (মৃত. ৭৯৪) ও অন্যান্য তাফসীরবিশারদগণ বলেন– বিধান রহিত হয়ে যাওয়ার পরও আয়াত বহাল থাকার একটি 'হিকমত' হল–

أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به، فيتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه، فتركت التلاوة لهذه الحكمة.

কুরআন পড়ার একটি উদ্দেশ্য যেমন– বিধান জেনে তদনুযায়ী আমল করা। অনুরূপ আরেকটি উদ্দেশ্য হল– এটি আল্লাহর কালাম; পড়লেই ছওয়াব হয়। তাই বিধান রহিত হওয়ার পরও আয়াত কুরআনে অবশিষ্ট রাখা হয়েছে যাতে পড়ে ছওয়াব অর্জন করা যায়। (আল বুরহান ফি উলূমিল কুরআন পৃ.৩৫৩ আল ইতকান ১/২৫৬ মানাহিলুল ইরফান ২/১৬৩ মাবাহিস ফি উলূমিল কুরআন– মান্না আলকাত্তান)

৮. কুরআন তিলাওয়াতকারী কমলালেবুর মত

হযরত আবু মূসা আশআরী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو . ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر . ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر.

যে মুমিন কুরআন পড়তে সক্ষম সে কমলালেবুর মত সুগন্ধযুক্ত ও সুস্বাদু। আর যে মুমিন কুরআন পড়তে সক্ষম নয় তাই পড়ে না, সে খেজুরের মত। খেতে সুমিষ্ট তবে তাতে কোন ঘ্রাণ নেই। যে মুনাফিক কুরআন পড়তে সক্ষম এবং পড়ে, সে ফুলের মত। তাতে সুঘ্রাণ আছে তবে তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়তে সক্ষম নয় তাই পড়ে না, সে মাকাল ফলের মত। যা খেতেও বিস্বাদ, আবার তাতে কোন সুঘ্রাণও নেই। (সহীহ বুখারী-৫০২০)

প্রেসক্রিপশন বুঝে ঔষধ সেবন করা আর ম্যানুয়াল দেখে পণ্যের সুষ্ঠু ব্যবহারের মতই যদি কুরআন তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য একমাত্র এটিই হয় যে, অর্থ-মর্ম বুঝে সে অনুযায়ী আমল করা; তাহলে যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত না করেই অন্য কোন মাধ্যমে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে সক্ষম হয়, তার জন্য কুরআন তিলাওয়াতের কোন প্রয়োজন নেই। বরং তার জন্য কুরআন তিলওয়াত করার বিশেষ কোন ফায়দা থাকার কথা নয়। উপরন্তু তার কুরআন তিলওয়াত করা অনর্থক কাজ বলে গণ্য হওয়ার কথা। কিন্তু উপরোল্লেখিত হাদীস থেকে বুঝা যায়– কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য কেবল কুরআন বুঝা ও সে অনুযায়ী আমল করা নয়; বরং এর ভিন্ন ফায়দা রয়েছে।

তাই–

ক. যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না তাকে খেজুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ সে কুরআন তিলওয়াত না করলেও কুরআনী অনুশাসন মেনে চলে বলেই সে খেজুরের মতো সুস্বাদু। হাঁ, তাতে সুগন্ধি নেই, কারণ সে কুরআন তিলাওয়াত করে না।

খ. যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে তাকে তুলনা করা হয়েছে সুগন্ধযুক্ত ফুলের সাথে। কারণ তার মধ্যে ঈমানের আলো নেই, কুরআন অনুযায়ী জীবন-যাপন করে না, তাই সে বিস্বাদ ও তিক্ত ফলের মত। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত করে বলেই তাতে রয়েছে সুগন্ধ। মুনাফিক যে কুরআন বুঝা বা আমল করার উদ্দেশ্যে পড়ে না, সে কুরআন তিলাওয়াত

করলে সুগন্ধিযুক্ত ফুলের মত হয়ে যায়; তাহলে মুমিন কুরআনের অর্থ না বুঝলেও তাকে আল্লাহর কালাম মনে করে, আল্লাহর ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতে নিমগ্ন থাকে, তার তিলাওয়াত নিস্ফল হবে এমন কথা বলার মত দুঃসাহস কি আমাদের আদৌ আছে?!

গ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনুল কায়্যিম রহ. (মৃ.৭৫১) বলেন–

فجعل الناس اربعة اقسام اهل الايمان والقرآن وهم خيار الناس الثاني اهل الايمان الذين لا يقرءون القرآن وهم دونهم فهؤلاء هم السعداء والاشقياء قسمان احدهما من اوتى قرآنا بلا إيمان فهو منافق والثاني من لا اوتى قرآنا ولا إيمانا والمقصود ان القرآن والايمان هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده وأنهما اصل كل خير في الدنيا والاخرة وعلمهما اجل العلوم وافضلها بل لا علم في الحقيقة ينفع صاحبه الا علمهما والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. كذا فى مفتاح دار السعادة لابن القيم نقله الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى فى حاشية الرسول المعلم.

'এ হাদীসে সকল মানুষকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এক. এমন ঈমানদার যারা কুরআন পড়ে। এরা শ্রেষ্ঠ মানব। দ্বিতীয় এমন ঈমানদার যারা কুরআন পড়ে না। এদের মর্যাদা প্রথম শ্রেণীর তুলনায় কম। এরা উভয় দলই সৌভাগ্যবান। আর যারা দুর্ভাগ্যবান তারাও দুই ভাগে বিভক্ত। এক. যে কুরআন জানে কিন্তু ঈমানের সৌভাগ্য নছীব হয়নি। সে মুনাফিক। দুই. যার ভাগ্যে ঈমান ও কুরআন কোনটিই জোটেনি'। (মিফ্তাহু দা-রিস্সাআদাহ, ১/৫৫ 'আর রাসূলুল মু'আল্লিম– টীকা)

ইবনুল কায়্যিম রহ. দ্বিতীয় শ্রেণীর ঈমানদার যারা কুরআন পড়ে না তাদেরকেও সৌভাগ্যবান হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৯. কুরআন তিলাওয়াতের নানাবিধ ফযীলত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সূরা ও বিভিন্ন আয়াতের নানাবিধ ফযীলতের কথা উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি রেওয়ায়েত তুলে ধরছি–

১. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

« لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِى تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ».

তোমরা ঘরকে কবর বানিও না। নিশ্চয় যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয় সেখান থেকে শয়তান পলায়ন করে। (সহীহ মুসলিম-৭৮০ জামে তিরমিযী-২৮৮০)

২. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত দীর্ঘ এক হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসী– অর্থাৎ সূরা বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াত পড়ে, রাতভর আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত থাকে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তার নিকটবর্তী হতে পারে না। (সহীহ বুখারী-৫০১০)

৩. হযরত আবু মাসউদ বদরী রা. থেকে বর্ণিত; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه

যে ব্যক্তি কোন রাতে সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পড়ে, এটি তার ঐ রাতের (অর্থাৎ সারারাত আমলের জন্য এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষার) জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী–৫০০৯ সহীহ মুসলিম–৮০৮)

অনুরূপ ফযীলত সংক্রান্ত আরো বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এসকল হাদীসের কোথাও একথার সামান্যতম কোন আভাস বিদ্যমান নেই যে,

বর্ণিত ফযীলত পাওয়ার জন্য এসকল সূরা বা আয়াতসমূহের অর্থ ও মর্ম বুঝতে হবে। এবং কোন যুগের নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত কোন ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরও এমন কোন কথা বলেননি। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই বর্ণিত ফযীলত ও আয়াতের অর্থের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্যতাও নেই।

তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অর্থ বুঝতে সক্ষম ব্যক্তি এসকল আয়াত ও সূরা পড়লে যেমন বর্ণিত ফযীলতসমূহের হকদার হবে, তেমনি অর্থ বুঝতে অক্ষম তিলাওয়াতকারীও এর সমান হকদার।

১০. ছওয়াবের উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন তিলাওয়াত

যখন কুরআন নাযিল হত, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন ভুলে যাওয়ার আশংকায় মুখস্থ রাখার জন্য দ্রুততার সাথে ঠোঁট ও জিহ্বা নাড়াতে থাকতেন।

আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন–

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ.

'তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি জিহ্বা সঞ্চালন করবেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। (সূরা কিয়ামাহ–১৬-১৭)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. শেষোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন– أن جمعه في صدرك 'আপনাকে কুরআন মুখস্থ করিয়ে দেয়া এবং আপনার দ্বারা কুরআন পাঠ করানোর দায়িত্ব আমার। অর্থাৎ আপনার থেকে কুরআন ভুলে যাওয়ার আশংকা নেই। (বুখারী–৪৯২৮) আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى 'আমি আপনাকে (কুরআন) পাঠ করাব। অতঃপর আপনি তা আর বিস্মৃত হবেন না। (সূরা আ'লা–৬)

সুতরাং মুখস্থ করার জন্য বা স্মৃতিতে ধারণ করে রাখার জন্য নবীজীর কুরআন পড়ার আর কোন প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট ছিল না। তেমনি মুখস্থ থাকার দরুণ তাঁর নিজের আমলের জন্য ও দাওয়াতের জন্যও কুরআন পড়ার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। বাহ্যত কেবল অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁর কুরআন পড়ার কোন প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু বাস্তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়াও বিভিন্ন সময় সবিশেষ গুরুত্ব সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ একটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করছি–

হযরত ফাতেমা রা. বর্ণনা করেন–

أسر إلي : إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي،

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে চুপিসারে বলেছেন–প্রতি বছর জিবরাঈল ও আমি একজন অপরজনকে একবার করে কুরআন পড়ে শুনাই। কিন্তু এবছর প্রত্যেকেই দুইবার করে পড়েছি। প্রবল ধারণা হচ্ছে–আমার মৃত্যু অতি সন্নিকটে। (সহীহ বুখারী-(তা'লিক) ফাতহুল বারী-৮/৭৩৫)

সহীহ বুখারীর অপর বর্ণনা (হা.৪৯৯৭) থেকে বুঝা যায় কুরআন তিলাওয়াতের এ পর্বটি প্রতি বছর রমযান মাসে হত।

সুতরাং রমযান মাসে কেবল তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিবরাঈল আ. এর কুরআন পড়া থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন তিলাওয়াত একটি পৃথক ইবাদত। যা কেবল বুঝার উদ্দেশ্যেই নয় বরং আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনার্থে ও ছওয়াব পাওয়ার লক্ষ্যে পৃথক ইবাদত হিসেবে করা হয়ে থাকে। তাই যে কুরআন তিলাওয়াত করল কিন্তু অর্থ বুঝে না, তার তিলাওয়াতও অনর্থক কাজ নয় বরং ইবাদত রূপেই গণ্য হবে।

১০. কুরআন তিলাওয়াতে ‘সাকীনা’ নাযিল হয়

হযরত বারা ইবনে আযিব রা. বলেন–

كان رجل يقرأ سورة الكهف، وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين. فتغشته سحابة. فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال: تلك السكينة! تنزلت بالقرآن.

এক সাহাবী রাতে সূরা কাহ্ফ তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর পাশে কয়েকটি উট বাঁধা। তখন একটি মেঘখন্ড তার উপরে ছেয়ে গেল এবং ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হতে লাগল। ঘোড়া ছোটাছুটি করতে আরম্ভ করল। ভোর হলে এসে নবীজীকে ঘটনার বিবরণ শুনালেন। সবশুনে তিনি বললেন–এটি ‘সাকীনা’ (প্রশান্তি)। যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে নাযিল হয়েছে। (সহীহ বুখারী–৫০১১)

একই ঘটনার বিবরণে অন্য বর্ণনায় হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর রা. বলেন– তখন আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম মেঘখণ্ডের মত একটি ছায়া আমার উপরে । তাতে উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় কি যেন জ্বলজ্বল করছিল। অতঃপর তা দূর হয়ে গেল। আর দেখতে পেলাম না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–তুমি কি জান এগুলি কী? বললাম, না। তিনি বললেন–ওরা ফেরেশতা। তোমার কুরআন তিলাওয়াত শুনতে এসেছিলেন। তুমি যদি পড়া অব্যাহত রাখতে তবে তারা এভাবেই থাকতেন এমনকি লোকেরা তাদের দেখতে পেত। (সহীহ বুখারী–৫০১৯)

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোন মানুষ আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয় এবং কুরআন তিলাওয়াত করে, কুরআন পড়ে ও পড়ায়; তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ‘সাকীনা’ নাযিল হয়, ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে রাখেন এবং আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাদের কাছে তাদের প্রশংসা করেন। (সহীহ মুসলিম–২৬৯৯)

হাদীসে 'সাকীনা' শব্দটির অর্থ কী, এ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন–'সাকীনা' এর একাধিক অর্থ রয়েছে যা ক্ষেত্রবিশেষ প্রযোজ্য। যেমন–অন্তরের প্রশান্তি, স্থিরতা, আল্লাহর রহমত ইত্যাদি। (ফাতহুল বারী–৮/৭৫২)

মোটকথা, কুরআন তিলাওয়াতের একটি বিশেষ ফযীলত এইযে, এর দ্বারা আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। তিলাওয়াতকারীর অন্তরে প্রশান্তি আসে এবং ফেরেশতা অবতরণ করেন। এই ফযীলতের জন্য কোথাও অর্থ বুঝার শর্ত আরোপ করা হয়নি।

১২. তিলাওয়াতে রোগমুক্তি

পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য শিক্ষা তথা রোগ নিরামকরূপে নাযিল করেছেন। এই কুরআন যেমন মানুষের আত্মার ব্যাধির নিরামক, তেমনি দৈহিক ব্যাধির জন্যও তা কার্যকর। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.

'হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে উপদেশ, এবং তোমাদের অন্তরের ব্যাধির নিরাময়কারী। (সূরা ইউনুস-৫৭)

শাউকানী রহ. (মৃত.১২৬০) সূরা ফুছছিলাতের ৪৪ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

"قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ" – يهتدون به الى الحق، ويشتفون به من كل شك وشبهة، والاسقام والآلام.

'এই কুরআন ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও শিফা– তথা রোগনিরাময়কারী। অর্থাৎ এর মাধ্যমেই তারা সত্যের সন্ধান পায়। আত্মার

ব্যাধি তথা সন্দেহ সংশয় ও দৈহিক রোগ-ব্যাধী থেকে মুক্তি পায়। (ফাতহুল কাদীর-৪/৬৫০)

হাফেজ ইবনুল কায়্যিম রহ. (মৃ.৭৫১) বলেন–

ومن المعلوم أنَّ بعض الكلام له خواصٌ ومنافعُ مُجرَّبة، فما الظنُّ بكلام ربِّ العالمين، الذى فَضْلُهُ على كل كلامٍ كفضلِ اللهِ على خلقه الذى هو الشفاءُ التام، والعِصْمةُ النافعة، والنورُ الهادى، والرحمة العامة، الذى لو أُنزِلَ على جبل لتَصَدَّعَ من عظمته وجلالته. قال تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ}[الإسراء: ٨٢]. و"مِن" ههنا لبيان الجنس لا للتبعيض، هذا أصَحُّ القولين، كقوله تعالى: {وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً}[الفتح:٢٩] وكُلُّهُمْ مِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، "زاد المعاد" فصل فى هدى النبى صلى الله عليه وسلم فِي رقية اللديغ بالفاتحة.

'এটি সর্বজনস্বীকৃত কথা যে, এমন কিছু কিছু বাক্য ও বাণী রয়েছে যার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা রয়েছে। যা পরীক্ষিত। আর তাই যদি হয় সাধারণ বাক্যের শক্তি, তবে আল্লাহর কালাম সম্পর্কে কী ধারণা? সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব যেমন, তেমনি কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব সকল বাক্য ও বাণীর উপর। কুরআন পরিপূর্ণ শিফা, সংরক্ষক, পথপ্রদর্শক জ্যোতি ও ব্যাপক রহমত। এ কিতাব যদি পাহাড়ের উপর নাযিল হত তবে এর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তা বিদীর্ণ হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–'আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা ও মুমিনের জন্য রহমত' (সূরা ইসরা-৮২) আয়াতে 'মিন্' বর্ণটি জিন্স (ব্যাপকতা) বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ পুরো কুরআনই মানুষের জন্য শিফা। এর অর্থ এই নয় যে, কুরআনের কিছু কিছু অংশ শিফা। আর এর মতটিই অধিক বিশুদ্ধ'। (যাদুল মা'দ, তিব্বে নববী)

এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন–

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " عَلَيْكُمْ بِالشِّفَائَيْنِ: الْعَسَلُ، وَالْقُرْآنُ ". (اخرجه الحاكم وقَالَ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.وقال الذهبي في التعليق: على شرط البخارى ومسلم. وَقَدْ أَوْقَفَهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ، وقال ابن كثير في تفسيره (٥٧٧/٢) : هذا إسناد جيد . وقال البوصيرى (٥٥/٤) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات والبيهقى (٣٤٤/٩ ، رقم ١٩٣٤٩) وقال : رفعه غير معروف والصحيح موقوف ورواه وكيع عن سفيان موقوفًا.)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– তোমরা দুটি রোগনিরামক চিকিৎসার (ঔষধের) গুরুত্ব দিও। একটি মধু এবং অপরটি হল কুরআন। (মুসতাদরাকে হাকিম, হা. ৭৪৯৯, এর সনদ সহী। অবশ্য কোন কোন মুহাদ্দিস বলেছেন এ বর্ণনার সনদ সহী বটে; কিন্তু এটি নবীজীর বাণী নয়, বরং হযরত ইবনে মাসউদ রা. বাণী। হাদীস হোক বা সাহাবীর বাণী উভয় অবস্থাতেই এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দলিলের জন্য যথেষ্ট)

সূরা ফাতেহাকে 'সূরাতুশশিফা'ও বলা হয়ে। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। হযরত আবু-সয়ীদ খুদরী রা. বলেন– সাহাবীদের একটি কাফেলা একদা যুদ্ধের সফরে ছিলেন। সফরাবস্থায় তারা এক আরব গোত্রের এলাকায় অবতরণ করলেন। কাফেলার খাবার-দাবার ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে তাদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা খাবার দিতে অস্বীকৃতি জানাল। ইতিমধ্যে গোত্রপতিকে একটি বিষাক্ত বিচ্ছু দংশন করে। গোত্রের লোকেরা তার চিকিৎসার সকল প্রকার চেষ্টায় ব্যর্থ হবার পর সাহাবীদের কাফেলায় এসে ঘোষণা করল– কেউ কি আমাদের গোত্রপতির চিকিৎসা করতে পারবে? এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমি তাকে সাড়িয়ে তুলতে পারব। তবে তোমরা এর বিনিময় কী দেবে? তারা বিনিময়ে একপাল ছাগল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। অতঃপর তিনি সূরা ফাতেহা পড়ে কয়েকবার তার গায়ে ফুঁ দিলেন। লোকটি পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল এবং দিব্যি

হাঁটা চলা করতে লাগল; যেন সে সদ্য বন্ধনমুক্ত হলো, তার গায়ে কোন রোগই নেই। অতঃপর তারা প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁকে একপাল ছাগল দিল। সফরসঙ্গীদের কেউ কেউ বললেন এটা আমাদের মাঝে বন্টন করে ফেলি। কিন্তু চিকিৎসক সাহাবী বললেন– না, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি অবগত করি, তারপর তিনি যা বলেন তাই হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনাটি শুনে বললেন– وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟! ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ. اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 'তুমি কি করে জানলে এর দ্বারা রোগমুক্তি হয়?! তুমি ঠিক কাজটিই করেছ। এগুলো বন্টন করে নাও। আর আমাকেও একটি অংশ দিও। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন। (সহীহ বুখারী–২২৭৬ ফতহুল বারী–৪/৫৫৬)

সাহাবীদের অনুরূপ আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। তখন তারা সূরা ফাতেহা পড়ে এক বদ্ধ পাগলকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। (সুনানে আবি-দাউদ, সুনানে তিরমিযী ও সুনানে নাসায়ী–ফাতহুল বারী–৪/৫৬০)

হযরত আয়েশা রা. বলেন–

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات. وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থতা অনুভব করতেন তখন মু'আওয়িজাত তথা সূরা নাস, ফালাক ও ইখলাছ পড়তেন এবং গায়ে ফুঁ দিতেন। আর যখন অসুস্থতা বেড়ে যেত তখন আমিই পড়তাম এবং বরকতের আশায় তাঁর হাত দিয়ে (তাঁর শরীর) মুছে দিতাম। (সহীহ বুখারী-৫০১৬)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি প্রতিরাতে ঘুমের পূর্বে এ তিনটি সূরা তিলাওয়াত করে দুই হাতে ফুঁ দিতেন। অতঃপর হাত দুটোকে তিনবার মাথা ও চেহারা সহ যথাসম্ভব সারা শরীরে মুছতেন। (সহীহ বুখারী–৫০১৭)

এতে পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কুরআন তিলাওয়াত মুমিনের অনেক বাহ্যিক রোগ-ব্যাধির জন্যও শিফা। আর এটি কেবলই কুরআন ও কুরআন তিলাওয়াতের বরকত। অর্থ বোঝা বা না বুঝার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

অর্থ বুঝাই যদি কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য হত তাহলে–

ক. যে অর্থ বুঝে না তার তিলাওয়াত বা সে কুরআন পড়ে ফুঁ দিলে এতে কোন কাজ হওয়ার কথা নয়।

খ. বরং অর্থই যদি মূল উদ্দেশ্য হয় তবে তো অর্থ পড়ে ফুঁ দিলেই কাজ হওয়ার কথা?! কে আছে কুরআনের সব অর্থ মর্ম নিজ ভাষায় রূপান্তর করতে পারে?!

গ. সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাছ পড়ে ফুঁ দেওয়ার কথা বহু হাদীসে সাহাবীদের কথায় বর্ণিত হয়েছে। কোথাও কি আছে– অর্থ পড়ে ফুঁ দিলেও হবে?!

১৩. হিফজুল কুরআনের গুরুত্ব

কুরআন বুঝাটাই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হত তাহলে কেবল কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝতে সক্ষম হলে ও আয়ত্ত করতে পারলেই হত। কুরআনের এক একটি আয়াত পৃথক পৃথক ভাবে মুখস্থ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মুখস্থ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। যাতে ভুলে না যায় এজন্য গুরুত্বসহকারে চর্চা অব্যাহত রাখতেও কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। এবং কুরআন ভুলে যাওয়ার তীব্র নিন্দা করেছেন।

জনৈক সাহাবীর নিকট এক মহিলাকে বিয়ে দেয়ার সময় জিজ্ঞেস করেন–

اتقرؤهن عن ظهر قلبك তুমি কি সূরাগুলো মুখস্থ পড়তে জানো ? (সহীহ বুখারী–৫০৩০)

অন্য হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন–

بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت! بل نُسي. واستذكروا القرآن. فإنه أشد تَفَصِّيا من صدور الرجال من النعم

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– বড়ই অশুভ কথা! তোমরা কি করে বল আমি এত এত আয়াত ভুলে গেছি। বরং (বলো) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমরা বেশি বেশি তিলাওয়াতের দ্বারা কুরআন মাজীদ স্মরণ রাখো। কারণ উট যেমন বন্ধন থেকে পালায়নে তৎপর, কুরআন মানুষের বক্ষ হতে বিস্মৃত হতে তার চেয়ে অধিক তৎপর । (সহীহ বুখারী–৫০৩২)

এ জন্যই রাসূলের যুগ থেকে শুরু করে পুরো উম্মত কুরআন মুখস্থের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মনোনিবেশ করে। বিশেষভাবে শিশুদের কুরআন মুখস্থ করানো হয় সর্বকালে সমান গুরুত্বের সাথে। সূচনাকালে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। অথচ তখনি তিনি কুরআনের বিরাট অংশের হাফেজ ছিলেন (সহীহ বুখারী–৫০৩৫) তিনি বলতেন– سلوني عن التفسير فإني حفظت القرآن وأنا صغير 'আমাকে তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, কারণ আমি শিশু কালেই কুরআন মুখস্ত করেছি'। (সহীহ বুখারী–৫০৩৫ ফাতহুল বারী ৮/৭৮২)

ছয় বছর বয়সী অপর শিশু সাহাবী আমর ইবনে সালামা মক্কা-মদীনার পথে চলাচলরত সাহাবীদের থেকে শুনে শুনে কিছু কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। পরে তাঁর গোত্র মুসলমান হল এবং কুরআনের হাফেজ ছিলেন বলে তাকেই নামাযের ইমাম বানাল। তিনি এতই ছোট ছিলেন যে, গায়ে সামান্য পোষাক পরেই চলতেন। সেজদায় গেলে তার নিতম্ব অনাবৃত হয়ে যেত। এক মুছল্লি বলল– ألا تغطون عنا است قارئكم ؟

'তেমরা তোমাদের (ক্বারী) ইমামের নিতম্ব ঢাকার জন্য কাপরের ব্যবস্থা করবে না? (সহীহ বুখারী হা.৪০৫১)

কুরআনের অর্থ ও মর্ম দূরের কথা, জীবন যাত্রায় স্বাভাবিক বিষয়াশয়ও যাদের বুঝতে অক্ষম, এমন শিশুদেরকেই কুরআন মুখস্থ করানো হয় ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে। যা আজো অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু কেউ এমনটি ভাবেননি- যে ব্যক্তি অর্থ বুঝেনা, তোতা পাখীর মত তার এ কুরআন পড়ে লাভ কী ?

১৪. নামাযে কুরআন তিলাওয়াত

কুরআন তিলাওয়াতের অনেকগুলো ক্ষেত্র রয়েছে। তন্মধ্যে নামায একটি অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। অপর দিকে তিলাওয়াত নামাযের একটি মৌলিক অংশ। তিলাওয়াতবিহীন নামায হয় না। সুতরাং না বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করলে যদি তা অনর্থক কাজ হয়, তাহলে যে ব্যক্তি নামাযে না বুঝে তিলাওয়াত করল; তার তিলাওয়াত হয়নি বলে নামাযই বাতিল বলে গণ্য হবে!!

অথচ নামাজে অর্থ বুঝে তিলাওয়াত করা শর্ত; না বুঝে তিলাওয়াত করলে নামাযই হবে না। কুরআন-সুন্নাহর কোথাও এমন কোন কথার কোন ইঙ্গিতও নেই। আর উম্মতের কোন যুগের নির্ভরযোগ্য কোন আলেম কি এমন কথা আদৌ বলেছেন ?! বলেননি। তাহলে চৌদ্দশ বছর পর এমন নতুন কথা বলে উম্মতের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখার কী উদ্দেশ্য ?!

১৫. কুরআন তিলাওয়াত উৎকৃষ্টতম ইবাদত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু হাদীস, তাঁর আমল, সাহাবা-তাবেয়ীদের আমল ও সর্বযুগের আলেম- উলামার অবিচ্ছিন্ন কর্মপরম্পরার আলোকে অত্যন্ত শক্তির সাথে একথা বলা যায় যে, কুরআনের শব্দের তিলাওয়াত শুধু ইবাদতই নয় বরং একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মা'কিল রা. বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সফরকালীন সময়ে, উটের পিঠে আরোহী অবস্থায় দেখেছি, তিনি ধীরে ধীরে সুর করে সুন্দর আওয়াজে 'সূরা ফাত্হ' তিলাওয়াত করছেন। (সহীহ বুখারী-৫০৪৭)

হাফেজ ইবনে হাজার রহ.(৮৫২হিঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন–

وفي الحديث ملازمته صلى الله عليه وسلم للعبادة. لأنه حالة ركوبه الناقة– وهو يسير– لم يترك العبادة بالتلاوة.

'এ হাদীস্ থেকে বুঝা যায়, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবিচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত সকল ইবাদত আদায় করতেন। কখনো ছুটত না। কারণ তিনি সফরে উটের পিঠে আরোহিত অবস্থায়ও কুরআন তিলাওয়াতের 'ইবাদতটি' ছাড়েননি। (ফাতহুল বারী–৮/৭৯১)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. কে মুশরিকরা মক্কা থেকে বের করে দিল। তিনি হাবাশায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে ইবনুদ্দাগিনা নামক এক গোত্রপতি তাঁকে মক্কা ছেড়ে না যাওয়ার অনুরোধ করলেন এবং মুশরিকদের থেকে নিরাপত্তা দিলেন। তবে মক্কার মুশরিকরা শর্ত করল– তিনি তাঁর ঘরে যত ইচ্ছা নামায পড়েন আর যত ইচ্ছা কুরআন পড়েন তাতে আমাদের কোন সমস্যা নেই। তবে প্রকাশ্যে ইবাদত আর সজোরে কুরআন পড়তে পারবেন না। শর্ত অনুযায়ী হযরত আবু বকর রা. মক্কায় রয়ে গেলেন। কিছুদিন পর তাঁর বাড়ির সামনে একটি মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে নামায ও সজোরে কুরআন পড়তে আরম্ভ করলেন। কুরআন তিলাওয়াতের সময় তিনি কান্নায় ভেঙে পড়তেন। তিলাওয়াত শুনে আশপাশের মুশরিক নারী ও শিশুরা এসে ভিড় জমাত তাঁর দুয়ারে। তখন মুশরিকরা ইবনুদ্দাগিনাকে বলল– আপনি আবু বকরকে বলুন তিনি যেন প্রকাশ্যে নামায ও কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে দেন। অন্যথায় আপনি আবু বকরকে প্রদত্ত নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নিন। আমরাই তার প্রতিকার করব। ইবনুদ্দাগিনা হযরত আবু বকরকে বিষয়টি

জানালেন। তিনি সব শুনার পর তাদের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে ইবনুদ্দাগিনাকে বললেন– আমি আপনার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তা গ্রহণ করলাম। (সহীহ বুখারী-৩৯০৫)
হযরত আবুবকর রা. জীবনের ঝুঁকি নিয়েও নামাযের সাথে সাথে নিয়মিত সজোরে কুরআন তিলাওয়াত অব্যাহত রেখেছিলেন।হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা প্রতিদিন রোযা রাখতেন। পাশাপাশি প্রতিরাতে একবার করে কুরআন মাজীদ খতম করতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পরামর্শ দিলেন তুমি মাসে তিনটি রোযা রাখবে এবং এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করবে। তিনি বললেন আমি এর চেয়ে বেশি করতে সক্ষম, আমাকে বাড়িয়ে দিন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন একদিন পরপর রোযা রাখবে। আর সাতদিনে একবার কুরআন খতম করবে। ইবনে উমর রা. জীবনভর এভাবেই আমল করে গেছেন। (সহীহ বুখারী-৫০৫২)
রোযার মত কুরআন তিলাওয়াতও একটি ইবাদত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শে সারা জীবন ইবনে উমর রা. এর উপর আমল করে গেছেন।

অপর সাহাবী হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রা. কে 'যা-তুররিকা' যুদ্ধে রাত্রিকালীন প্রহরী নিযুক্ত করা হল। তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন পড়তে শুরু করলেন। শত্রুদের একটি তীর তাঁর গায়ে এসে বিঁধল। তিনি তা তুলে ফেলে দিলেন। অতঃপর আরেকটি তীর এসে বিঁধল তার গায়ে। তিনি তা পুনরায় তুলে ফেলে দিলেন। অতঃপর তৃতীয় আরেকটি তীর এসে বিঁধল। তিনি তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে সঙ্গী সাহাবী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. কে জাগালেন। তিনি উঠে রক্তাক্ত অবস্থা দেখে বললেন একি! আমাকে আগে জাগাওনি কেন ? হযরত আব্বাদ রা. উত্তর করলেন– আমি পবিত্র কুরআনের একটি সূরা তিলাওয়াত করছিলাম। আমার মন কিছুতেই চাচ্ছিলনা, তিলাওয়াত বন্ধ করে নামায শেষ করে দিই। কিন্তু অবশেষে আশঙ্কা হল– আমি এভাবে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকলে তারা যদি আমার বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসে; তবে সব উদ্দেশ্যই বৃথা হয়ে যাবে। তাই তাড়াতাড়ি নামায শেষ করলাম। (সীরাতে মুস্তফা ২/২৭৫)

মধুময় স্বাদে কুরআন তিলাওয়াত তাঁকে একে একে জীবনবিনাশী তিনটি তীরের আঘাত সহ্য করা সহজ করে দিয়েছে, এবং কোন ভাবেই তিনি কুরআন তিলাওয়াত ছাড়তে রাজি হননি।

হযরত হাসান বসরী রহ. রেওয়ায়েত করেন, হযরত উসমান রা. একরাতে পুরো কুরআন শরীফ খতম করতেন আর এভাবেই রাত পার করে দিতেন। (আল-ইসতিয়াব ২/৪৪৮)

হযরত ইমাম আহমদ রহ. ও ইবনে আসাকির রহ. বর্ণনা করেন– হযরত উসমান রা. বলেন, যদি তোমাদের অন্তর পবিত্র হয়ে যায় তাহলে তোমরা কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারা কখনোই তৃপ্ত হতে পারবে না, তৃষ্ণা থেকেই যাবে। আমার জীবনে আমি এমন দিন চাই না যেদিন আমি দেখে কুরআন তিলাওয়াতের সুযোগ পাবো না। তাঁর শাহাদাতের পর দেখা গেছে, তিনি কুরআনে কারীমের যে কপিটি দেখে তিলাওয়াত করতেন অধিক ব্যবহারের কারণে সেটি জীর্ণ হয়ে গেছে। আর শাহাদাতের পূর্বমুহূর্তেও তিনি কুরআন তিলাওয়াতরত ছিলেন। (হায়াতুস্ সাহাবাহ ৪/২৩-২৪)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. প্রতি আট দিনে, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত প্রতি সাত দিনে, হযরত ইবনে মাসউদ রা. রমযান মাসে প্রতি তিন দিনে এবং রমযান ছাড়া সাত দিনে এবং হযরত মুআজ ইবনে জাবাল রা. প্রতি তিন দিনে কুরআন মাজীদ একবার খতম করতেন।

তাবেয়ীদের মধ্যে হযরত ছাবেত আল বুনানী রমযানে প্রতি দিন, হযরত আলকামা প্রতি পাঁচ দিনে, হযরত আসওয়াদ ছয় দিনে, হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ দুই দিনে এবং হযরত ইবরাহীম নাখায়ী রমযানের প্রথম বিশ দিন প্রতি তিন দিনে এবং শেষ দশকে প্রতি দুই দিনে, আর রমযান ছাড়া প্রতি সাত দিনে একবার করে কুরআন মাজীদ খতম করতেন। (আল বায়ান ফি 'আদ্দি আঈল কুরআন–আবু আমর আদ্দানী,)

তাবেয়ী হযরত আবুল আলীয়া রহ. বলেন-

كنا عبيدا مملوكين. منا من يؤدي الضريبة. ومنا من يخدم أهله. وكنا نختم القرآن كل ليلة. فشق علينا، فقرآناه في ليلتين. فشق علينا، فقرأناه في ثلاث.

فشق علينا، فلقينا أصحاب نبي الله، فأمرونا أن نختم كل سبع ليال مرة.
فصلينا ونمنا ولم يشق علينا

'আমরা ছিলাম কৃতাদস। ফলে আমাদের কাউকে উপার্জন করে নির্ধারিত দেনা পরিশোধ করতে হত। কাউকে মনিবের সেবা করতে হত। তথাপি আমরা প্রতি রাতে একবার করে কুরআন খতম করতাম। এটি আমাদের জন্য ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। তাই প্রতি দুই দিনে এক খতম করে পড়তে লাগলাম। অতঃপর তিন দিনে এক খতম। কিন্তু তাও আমাদের জন্য কষ্টকর মনে হত। অবশেষে সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলাম। তাঁরা প্রতি সাত দিনে এক খতম করে পড়তে বললেন। আমরা তাই করতে লাগলাম। এতে আমাদের নামায, ঘুম উভয়টিই হত, ফলে আর কষ্ট হয়নি। (তাবাকাতে ইবনে সাদ ৭/৮০ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/২০৮-২০৯ আল বায়ান ফি আদ্দি আঈল কুরআন-আবু আমর আদ্দানী, পৃ.৩২৮)

তদ্রূপ ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. প্রতি সাত দিনে একবার কুরআন মাজীদ খতম করতেন। বরং সাতদিনে কুরআন মাজীদ খতম করার রীতি উলামায়ে উম্মাতের মধ্যে বহু প্রাচীন ও অত্যন্ত ব্যাপক। এমনকি তাঁরা হযরত ইবনে উমর রা. ও অন্যান্য সাহাবার অনুসরণে সাত দিনে কুরআন খতম করার উদ্দেশ্যে কুরআন মাজীদকে সাতটি 'মনযিলে' ভাগ করে নেন। এজন্যই প্রচলিত কুরআন মজীদের 'মুছ্হাফ'-কপিগুলোতে সাতটি 'মনযিল' দেয়া রয়েছে।

মুসনাদে ইবনে মানী'র সংকলক হাফেজ আহমদ ইবনে মানী রহ. এক নাগারে চল্লিশ বছর প্রতি তিন দিনে কুরআন মাজীদ একবার খতম করতেন। ইমাম ইবনে মাযার উস্তাদ হাফেজ যুহাইর ইবনে মুহাম্মদ বলেন- আমার বাবা রমযানমাসে কুরআম মাজীদ নব্বই বার খতম করতেন। (তাযকিরাতুল হুফফায- ৪৯৬, ৫৭২)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. দুই বছর কারাবন্দি অবস্থায় তাঁর ভাইকে ৮০ খতম কুরআন শুনিয়েছেন। (তারীখে দাওয়াত ও আযীমত ২/১২)

দারুল উলূম দেওবন্দের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী রহ. সারারাত একা একা নামাযে দাড়িয়ে কুরআন পড়তেন। কেউ তাঁর পিছনে ইক্তিদা করলে সালাম শেষ করে নিষেধ করে দিতেন। এত বেশি কুরআন পড়তেন যে, একদিন এক রাকাতেই সাতাইশ পারা পড়ে ফেলেন। (আপবীতি-২/১১৪)

সাহাবাদের থেকে শুরু করে সর্বযুগের উলামা, সুলাহা ও আউলিয়াদের সবার কাছেই কুরআন তিলাওয়াত একটি সুস্বাদু ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে গণ্য ছিল এবং আজও আছে। (এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য একটি পৃথক এবং বৃহৎ সংকলনের প্রয়োজন)

তদুপরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উত্তরাধিকারের সূত্রে প্রাপ্ত কুরআন তিলাওয়াতের কতিপয় 'আদব' রয়েছে । তদীয় সাহাবী, তাবেয়ী ও উম্মতের সকলের কাছে সবকালেই কুরআন তিলাওয়াতের আদবসমূহ স্বীকৃত ও অনুসৃত ছিল। যথাঃ তিলাওয়াতের পূর্বে মিসওয়াক করা, ওযু করা, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়া, স্বশব্দে পড়া, সুন্দর আওয়াজে সুন্দর করে পড়া, তারতীলের সাথে পড়া, তাদাব্বুর ও ধ্যান-মগ্নতার সাথে পড়া, কুরআন তিলাওয়াতের সময় কাঁদা ইত্যাদি। (ইমাম নববী রহ. কৃত 'আততিবইয়ান ফি আদাবি হামালাতিল কুরআন', ইমাম গাযালী রহ. কৃত 'ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন' ও সুয়ূতী রহ. কৃত 'আল-ইত্কান ফি উলূমিল কুরআন' কিতাবে এ এসম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে)

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সর্বকালে এ উম্মতের অনুসৃত সকল ইমামগণ, আলেমগণ কুরআন তিলাওয়াতকে পৃথক ইবাদত হিসেবে গণ্য করতেন এবং গুরুত্ব সহকারে কুরআন তিলাওয়াতের উপরোক্ত আদব ও রীতি-নীতির অনুসরণ করতেন। এতে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, তাদের কেউই কুরআন তিলাওয়াতকে পৃথিবীর অন্য কোন পুস্তক, এমনকি হাদীস পাঠের সাথেও তুলনা করেননি। জ্ঞানীজন ও সাধারণজনদের মধ্যে কুরআন পড়ার ও বারবার খতম করার এত ব্যাপকতা সত্ত্বেও কেউ কোনদিনই এ কথা বলেননি- কুরআন না বুঝে পড়াতে কোন লাভ নেই, কোন ছওয়াবও নেই; বরং এটি একটি অনর্থক কাজ বা গুনাহের কাজ- নাউযুবিল্লাহ! মোটকথা

তাঁদের কেউ কখনো একথা বলার দুঃসাহস করেননি যে, কুরআন না বুঝে পড়ে লাভ কী?

তাই অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে একথা বলতে পারি– কুরআনকে প্রেসক্রিপশন বা ম্যানুয়ালের সাথে তুলনা করা ইসলামে একটি নতুন আবিষ্কৃত চিন্তা। যা মূলত গবেষণার নামে পথভ্রষ্টতা।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সর্বজনস্বীকৃত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. (মৃত.২৪১হি.) বলেন–

رأيت الله عز وجل في المنام. فقلت يا رب! ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك. قال: بكلامي يا أحمد. قال قلت: يا رب بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم.

আমি আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম– নৈকট্যশীলগণ কিভাবে তোমার নৈকট্য অর্জন করেছেন? নৈকট্য অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা কী? আল্লাহ তা'আলা বলেন–আমার কালামের তিলাওয়াত। আমি জিজ্ঞেস করলাম–আপনার কালাম বুঝে পড়তে হবে, নাকি না বুঝে পড়লেও চলবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন–বুঝে না বুঝে উভয় ভাবেই। (সিয়ারু আ'লামিন্নুবালা ৯/২৮০ ইহইয়াউল উলূম–১/৩২২) এখানে স্বপ্নকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। বরং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. এর অনুসৃত মতটি উল্লেখ করাই উদ্দেশ্য।

১৫. প্রসিদ্ধ চার মাযহাব ও অন্যান্য ফকীহগণের দৃষ্টিতে

সর্বশ্রেণীর ফকীহ, মুহাদ্দিস ও উলামাগণই সাধারণ মুসলমানদেরকে কুরআন পড়ার প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছেন। কুরআন বুঝার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। বরং আরব-অনারব সকলকে কুরআন বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। এরই ফলে কোরআনের অসংখ্য তাফসীর, কোরআনের অভিধান, কোরআনের জটিল শব্দ ও আয়াতগুলির জন্য ভিন্ন সংকলন–'গরীবুল কুরআন', 'মুশকিলাতুল কুরআন' ও বিভিন্ন ভাষায় কোরআনের অসংখ্য অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে আসছে।

পাশাপাশি তাদের সকলের কাছেই এ বিষয়টিও সুবিদিত ছিল যে, কেউ যদি কুরআন না বুঝে, তবু তার জন্য কুরআন পড়া জরুরী; কুরআন বুঝে না পড়লে গোনাহগার হবে, ছওয়াব পাবে না, বা কোন কল্যাণ পাবে না, এমন কোন দলিল তাদের কছে ছিল না। তাই তাঁরা এ বিষয়টি ভিন্ন আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। তথাপি হয়ত কোন কোন অখ্যাত ব্যক্তির মনে এমন উদ্ভট প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছিল, তাই নির্ভরযোগ্য ফকীহগণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে হলেও এ বিষয়টিকে পরিস্কার করে গেছেন। নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল।

মালেকী মাযহাব

মালেকী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ আব্দুল্লাহ ইবনে আবী যায়্দ আল-কায়রাওয়ানী (মৃ.৩৮৬ হি.) এর 'আররিসালা' কিতাবের ব্যাখ্যাকার মুহাম্মদ ইবনে খালাফ শাযিলী রহ. (মৃ.৯৩৯ হি.) বলেন-

أَفْتَى بَعْضُ مَنْ لَقِينَاهُ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ غَيْرَ مَا مَرَّةٍ بِأَنَّ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِلَا فَهْمٍ لَا ثَوَابَ لَهُ أَلْبَتَّةَ زَاعِمًا أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ . وَقَالَ : هُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَكُنْت لَا أَرْتَضِي مِنْهُ هَذِهِ الْفَتْوَى وَيُحْمَلُ مَا ذُكِرَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ إنْ صَحَّ إنَّمَا هُوَ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي فَهْمِ الْقُرْآنِ أَحْسَنُ انْتَهَى

কারাবীদের কিছু লোককে একাধিকবার বলতে শুনেছি- যে কুরআন না বুঝে পড়ে সে কোন ছওয়াবই পাবে না। তাদের দাবী ইবনু আব্দিলবার একথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন- সে কিতাবের বুঝা বহনকারী গাধার মত। কিন্তু আমি এমতকে গ্রহণযোগ্য মনে করিনা। ইবনে আব্দিলবার যদি একথা বলেও থাকেন, তাহলে এর অর্থ (এটি নয় যা তারা বুঝেছেন, বরং এর প্রকৃষ্ট অর্থ হল-) কুরআন বুঝার চেষ্টা করা ও এ

বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা উত্তম। (কিফায়াতুত্তালিবির রাব্বানী লি রিসালাতি ইবনি আবী যায়দ আল কায়রাওয়ানী–বরাতে, হাশিয়াতুল আদাওয়ী)

এর পর শায়খ আবুল হাসান আদাওয়ী বলেন–

فَالْمُعْتَمَدُ حُصُولَ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لِلْقَارِئِ وَإِنْ لَمْ يَفْهَمِ الْمَعْنَى لِأَنَّهُ الْمُتَعَبِّدُ بِتِلَاوَتِهِ .

সুতরাং নির্ভরযোগ্য মত হল– কুরআন তিলাওয়াতকারী অর্থ না বুঝলেও ছওয়াব পাবে। কারণ কেবল তিলাওয়াতই স্বতন্ত্র একটি ইবাদত। (হাশিয়াতুল আদাওয়ী আলা কিফ 'য়াতিত তালিব–আদাব অধ্যায়)

শায়খ আহমদ ইবনে গুনাইম আন্‌নাফ্‌রাবী (মৃ. ১১২৬ হি.) রহ.ও একই কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। (আলফাওয়াকিহুদ্দাওয়ানী আলা রিসালাতি ইবনে আবী যায়দ আলকায়রাওয়ানী–আদাবু কারী'ইল কুরআন অধ্যায়)

শাফেয়ী মাযহাব

ইমাম গাযালী রহ. বলেন–

واعلم أن الترتيل مستحب، لا لمجرد التدبر، فإن العجمي الذي لا يفهم معنى القرآن يستحب له في القراءة أيضا الترتيل والتؤدة. لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام، وأشد تأثيرا في القلب من الهذرمة والاستعجال

কুরআন মাজীদ তারতীলের সাথে পড়া মুস্তাহাব। তবে এর উদ্দেশ্য কেবল এটিই নয় যে, তারতীলের সাথে পড়লে এ বিষয়ে চিন্তা-ফিকির করা সহজ হয়। বরং অনারব যে কুরআন বুঝে না, তার জন্যও 'তারতীল' তথা ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে কুরআন পড়া মুস্তাহাব। কারণ এভাবে পড়লে কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। অন্তরে অধিক প্রভাব বিস্তার করে। যা দ্রুত তিলাওয়াতের মধ্যে থাকে না। (ইহ্ইয়াউল উলূম–১/৩২৫)

হাদীস ও ফিকহের প্রসিদ্ধ ইমাম নববী রহ. তাঁর পূর্বসুরী নির্ভরযোগ্য আলেমেদের বক্তব্য উল্লেখ করতে যেয়ে বলেন–

قالوا : يستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه لأن ذلك أقرب إلى التوقير والإحترام وأشد تأثيرا في القلب.

তারা বলেন– 'যে অনারব কুরআনের অর্থ বুঝেনা তার জন্যও তারতীলের সাথে কুরআন পড়া মুস্তাহাব। কারণ এভাবে পড়লে কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। অন্তরে অধিক প্রভাব বিস্তার করে। (আততিব্ইয়ান ফি আদাবি হামালাতিল কুরআন)

প্রসিদ্ধ শাফেয়ী মুছান্নিফ খতীব শারবীনী (মৃ. ৯৭৭) বলেন–

فعلم أنه يشترط الإسماع والسماع (أى فى الخطبة) وإن لم يفهموا معناها كما مر كالعامي يقرأ الفاتحة في الصلاة ولا يفهم معناها فلا يكفي الإسرار كالأذان.

'বুঝা গেল, জুমার খুতবা জোরে হওয়া এবং মুছল্লিদের শুনানো শর্ত। যদি অর্থ নাও বুঝা যায় তবুও। যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। **যেমন সাধারণ মানুষ নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে অথচ অর্থ বুঝে না; (তবুও তার তিলাওয়াত আদায় হয়ে যায় এবং নামাযও আদায় হয়ে যায়)** সুতরাং আস্তে বলার দ্বারা খুতবার হুকুম আদায় হবে না যেমন আযান আদায় হয় না । (মুগনিল মুহ্তাজ)

হাম্বলী মাযহাব

হাম্বলী মাযহাবের ইমাম 'মুস্নাদ' সংকলক, আহ্মদ ইবনে হাম্বল রহ. এর কাছে কুরআন না বুঝে পড়লে ছওয়াব হবে না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তবে যখন জানতে পারলেন কুরআন পড়াটা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের একটি শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম, প্রশ্ন জাগল, না বুঝে পড়লেও কি 'তিলাওয়াতের' সেই সুফল পাওয়া যাবে? অসংখ্য হাদীসের হাফেজ ইতিহাসখ্যাত এ মনিষীর কাছে এটি পরিস্কার ছিল যে, কুরআন বুঝে পড়া জরুরী; কিন্তু না বুঝে পড়লে ছওয়াব হবে না শরিয়তে এর কোন দলিল আছে

বলে তার জানা ছিল না। অতঃপর একটি সুস্বপ্ন–'রু'ইয়ায়ে ছাদিকা' থেকে তিনি আশ্বস্ত হলেন– কোরআনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, তা না বুঝে পড়লে ছওয়াব তো হবেই, উপরন্তু এটি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের একটা উত্তম মাধ্যম। (সিয়ারু আ'লামিন্নুবালা ৯/২৮০ ইহইয়াউল উলূম–১/৩২২)

হানাফী মাযহাব

মুল্লা আলী কারী রহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন–

ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه– أي لا تزول لذة قراءته وطراوة تلاوته واستماع أذكاره وأخباره من كثرة تكراره (و"عن" علي بابها أي) لا يصدر الخلق من كثرة تكراره كما هو شأن كلام غيره تعالى المقول فيه جبلت النفوس على معاداة المعادات بل هذا من قبيل أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع ولذا كلما زاد العبد من تكرار قراءته أو سماع تلاوته ازداد في حلاوته وإن لم يفهم معناه لحصول متمناه.

'যতই পড়া হোক না কেন, সর্বদাই কুরআন তিলাওয়াতের স্বাদ ও সজিবতা, তিলাওয়াত শোনার এবং কোরআনের আলোচনা শোনার স্বাদ অপরিবর্তনীয় থাকে। বারবার পড়ার দ্বারা বিরক্তি বোধ হয় না। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো 'কালামে' যা অসম্ভব। এটি আল্লাহর কালামের অনৈন্য বৈশিষ্ট্য। প্রবাদ আছে–' جبلت النفوس على معاداة المعادات' –'পুনরাবৃত্তিকে মানুষ নিতান্তই অপসন্দ করে'। বরং কুরআন তিলাওয়াতকে তুলনা করা যেতে পারে 'মেশকের' সাথে। কবি বলেন– 'নুমানের কথা আমাদের বারবার বলো, কারণ তাঁর আলোচনাটা মেশকতুল্য, যতই নাড়ানো হয় সুগন্ধিই ছড়াতে থাকে'। তাই আল্লাহর বান্দারা কুরআন যতই পড়তে থাকেন এবং শুনতে থাকেন, এর স্বাদ-মিষ্টতা ততই বাড়তে থাকে। এমনকি অর্থ না বুঝলেও। এতেও তাঁর

আকাঙ্খা (প্রিয় রবের পাক কালামের তিলাওয়াত) পূর্ণ হয়ে যায়। (মিরকাতুল মাফাতীহ ৫/২৮)

তিনি আরো বলেন–

وقال ابن حجر أماالثواب على قراءته فهو حاصل لمن فهم ولمن لم يفهم بالكلية للتعبد بلفظه بخلاف غيره من الأذكار فإنه لا يثاب عليه إلا منْ فهم ولو بوجه ما.

ইবনে হাজার হাইতামী রহ. (মৃ.৯৭৪ হি.) বলেন– যে কুরআন বুঝে পড়ে আর যে পুরোপুরি বুঝে না, উভই তিলাওয়াতের ছওয়াব পাবে। কারণ কুরআনের কেবল শব্দ তিলাওয়াত করাও একটি ইবাদত। বিপরীতে অন্যান্য যিকর ও দুআ না বুঝলে তার ছওয়াব হবে না; অন্তত এতটুকু তাকে বুঝতে হবে যে, সে কিসের দু'আ করছে।

অতঃপর মুল্লা আলী কারী রহ. কুরআন তিলাওয়াত বিষয়ে হাইতামী রহ. এর মতের সমর্থন করেছেন, যা সর্বগ্রাজ্য। কিন্তু তিনি না বুঝে যিকিরে ছওয়াব হবে না বিষয়ে তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। (মিরকাতুল মাফাতীহ ৫/৯)

মুবারকপুরী রহ.

প্রসিদ্ধ লা-মাযহাবী আ্যালেম আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রহ. (মৃ. ১৯৩৪ ঈ.) বলেন–

قوله: (لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث) أي لم يفهم ظاهر معانيه وأما فهم دقائقه فلا يفي به الأعمار، والمراد نفي الفهم لا نفي الثواب،

"যে তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করল সে কিছুই বুঝল না"। অর্থাৎ সে তার 'বাহ্যিক অর্থই' যেন বুঝলনা। কেননা কুরআনের অন্তর্নিহিত মর্ম ও সুক্ষ-সুক্ষ বিষয় বুঝে ফেলা, সেতো এক জীবনের সাথে

আরো বহু জীবনের সংযোগ করলেও সম্ভব হবে না। উল্লিখিত হাদীসে বলা হয়েছে– বুঝা যায় না; ছওয়াব হবে না একথা বলা হয়নি। (তুহফাতুল আহওয়াযী, মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার)

মোটকথা ইসলামী জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত সকল শ্রেণীর ফকীহ ও আলেমরাই এ বিষয়ে প্রায় সমস্বরে কথা বলেছেন।

একটি ফেৎনা ও তাঁর প্রকৃতি

সর্বশেষ আমি একটি ফেৎনা উদ্ধৃতি টানছি। মুহতারাম উসতায মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ছাহেব (আল্লাহ তা'আলা হুযূরকে পূর্ণ সুস্থতার নিয়ামতের সাথে উম্মতের খিদমতের জন্য দীর্ঘ হায়াত দান করুন) একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনায় লেখেন– সম্প্রতি এক শ্রেণীর নব্যপন্থী এমন এক ফেৎনার উদ্ভব ঘটিয়েছে যা কুরআন তিলাওয়াতের মত মহান ইবাদতের গুরুত্ব হ্রাস করার কিংবা তার গুরুত্ব অস্বীকার করার নিকৃষ্টতম উদাহরণ। তাদের মতে অর্থ না বুঝলে তিলাওয়াত করার কোন ফায়দা নেই। বরং এরূপ তিলাওয়াত একটি গুনাহের কাজ (নাউজুবিল্লাহ)। কে তাদের বুঝাবে যে, তিলাওয়াত ধর্তব্য হওয়ার জন্য যদি অর্থ বুঝা শর্ত হত, তবে যে ব্যক্তি অর্থ বুঝে না তার নামায শুদ্ধ হত না। এবং এরূপ তিলাওয়াত পৃথক কোন ইবাদতও গণ্য হতনা। কেননা অর্থ বুঝা-ই যখন একমাত্র উদ্দেশ্য তখন এর জন্যও শুদ্ধ পাঠের কোন প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় তিলাওয়াতকে এবাদত গণ্য করা হবে কি?

মনে রাখতে হবে, তাদের এ চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বেদ্বীনী চিন্তাধারা। আসলে তারা কুরআন মাজীদকে –যা কিনা আল্লাহ তা'আলার কালাম– মানব রচিত বই পুস্তকের সাথে তুলনা করে। আর সেখান থেকেই এ বিভ্রান্তির উৎপত্তি। তারা দেখছে বই-পুস্তকে অর্থটাই আসল। অর্থ না বুঝলে পড়া নিরর্থক হয়ে যায়। কাজেই কুরআন পাঠের বিষয়টাও তেমনই হবে। তারা চিন্তা করছে না যে, কুরআন কারও রচনা নয়। এটা আল্লাহ তা'আলার কালাম, কোনও মাখলুকের বাণী নয়। এটা ওহী। এর শব্দ ও অর্থ উভয়টাই উদ্দেশ্য। এর শব্দমালার ভেতরও রয়েছে নূর ও হিদায়াত,

বরকত ও প্রশান্তি এবং হৃদয়ের উদ্ভাস ও উদ্দীপণ। এর শব্দমালার সাথে শরীয়তের বহু বিধান জড়িত আছে। আছে বহু সৎকর্মের সম্পৃক্ততা। সুতরাং কুরআন মাজীদের কেবল শব্দমালার তিলাওয়াতকে নিরর্থক কাজ মনে করা একটি গুরুতর অপরাধ ও চরম বেআদবী। আর একে গুনাহ বলাটা তো এক রকম মস্তিষ্ক-বিকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ।

হ্যাঁ, একথা সত্য যে, তিলাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব হল কুরআন মাজীদকে বুঝে-শুনে, গভীর অনুধ্যানের সাথে পড়া এবং তার দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা। অর্থ বুঝা যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা কে অস্বীকার করতে পারে? কিন্তু অর্থ না বুঝলে তেলাওয়াতটাই যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যাবে এ কথার কী ভিত্তি আছে? এটা যে একটা মারাত্মক ভুল ধারণা কেবল তাই নয়; বরং কুরআন মাজীদের প্রতি এক কঠিন বেআদবীও বটে।

কুরআন তিলাওয়াতের আদব সম্পর্কে ইমাম মুহিউদ্দীন নববী রা. রচিত 'আত-তিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল-কুরআন' একখানি তথ্যবহুল পূর্ণাঙ্গ পুস্তিকা। আগ্রহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন। (তাউযীহুল কুরআন-ভূমিকা)

সর্বশেষ নিবেদন

যারা না বুঝে বা ভুল বুঝাবুঝির স্বীকার হয়ে বা অন্য কোন পারিপার্শ্বিক কারণে কুরআন তিলাওয়াতকে অন্যান্য পুস্তক পাঠের মত মনে করছেন, আমি তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা কুরআনকে অবিনশ্বর মহা-মহীয়ান আল্লাহ তা'আলার কালাম মনে করে পুনরায় ভেবে দেখুন। পাশাপাশি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–যার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে, তিনি এবং তাঁর পবিত্র হাতে শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত সাহাবীগণ এ বিষয়ে কী দৃষ্টিভঙ্গি রাখতেন, এ বিষয়টিও আপনাকে অবশ্যই দেখতে হবে। তবেই আমরা আলোকের দিশা পেয়ে যাব– ইনশাল্লাহ ।

এক সাহাবী নামাযের প্রত্যেক রাকাতেই সূরা ইখলাছ পড়তেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন– কেন তুমি এমন

কর? সাহাবী উত্তরে বললেন– আমি এ সূরাটিকে খুব ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–ان حبك اياها ادخلك الجنة 'এ সূরার ভালবাসাই তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে'। (সহীহ বুখারী–৭৩৭৫)

প্রিয় পাঠক! ক্ষুদ্রতম সূরা ইখলাছকে ভালবাসার কারণেই যদি জান্নাত পাওয়া যায়, তাহলে যে পুরো কুরআন মাজীদকেই মুহাব্বতের সাথে বেশি বেশি পড়বে তার বিনিময় কী হবে?!

তাই সকলের হৃদয়ে কুরআনের মুহাব্বাত সৃষ্টি করুন। তাহলেই সকল সমস্যা দূর হয়ে যাবে। তখন হয়ত একথাও বলবেন যে, না বুঝে কুরআন তিলাওয়াত নয়, বরং মুহাব্বাতের সাথে কুরআনের পাতা খুলে তাকিয়ে থাকাটাও মানুষের জন্য জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরে তাঁর কালামের প্রকৃত মুহাব্বাত পয়দা করে দিন। আল্লাহ তা'লা কুরআন মজীদের জন্য আমাদের এই শ্রম ও মেহনতকে কবূল করে নিন। আমীন।

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি বই

হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি
হারামাইন শরীফাইনের ইতিহাস
যাকাতের মাসায়েল
ইসলামী সাংবাদিকতা
দীপ্ত জীবন
শামায়েলে তিরমিযী (বাংলা)
ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায় নীতি
বাইবেল বিকৃতি তথ্য ও প্রমাণ
দলিলসহ নামাযের মাসায়েল
খণ্ড খণ্ড হিরে
আহকামুল আতফাল
ফারেগীন ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
প্রিয় নবীর প্রিয় উপহার
বিয়ে ও তালাকের মাসায়েল

আরবী

قيمة الزمن عند العلماء
فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه
المعجم الوسيط فى الإعراب
المعجم المترادفات والأضداد
من أدب الإسلام
منهج السلف فى السوال عن العلم وفى تعلم ما يفع وما لم يقع
الحث على التجارة والصناعة والعمل
هداية النحو (عربى)
طرازى شرح سراجى

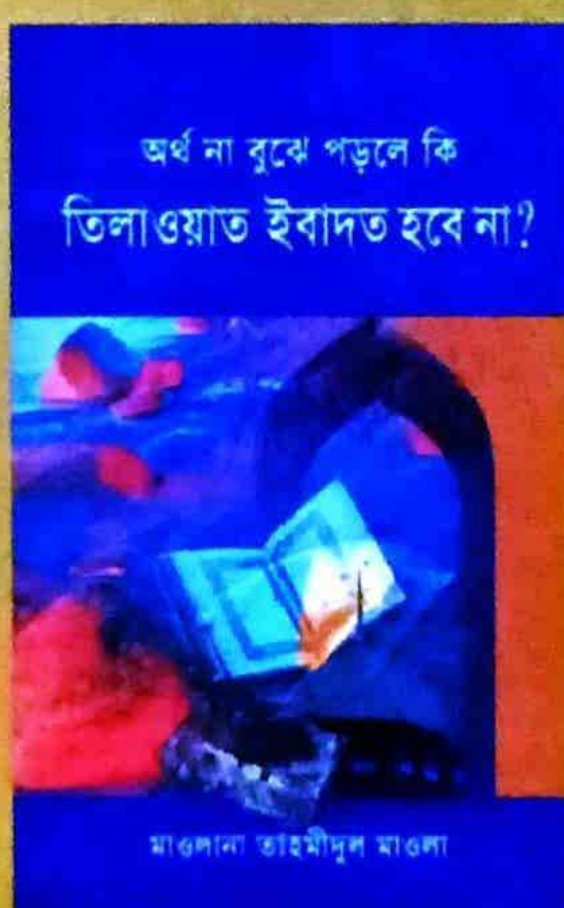

naJmul'haider-01911031184

MAKTABATUL AZHAR
মাকতাবাতুল আযহার
মধ্য বাড্ডা, আদর্শ নগর, ঢাকা-১২১২
ফোন : ০২-৯৮৮১৫৩২,০১৯২৪০৭৬৩৬৫